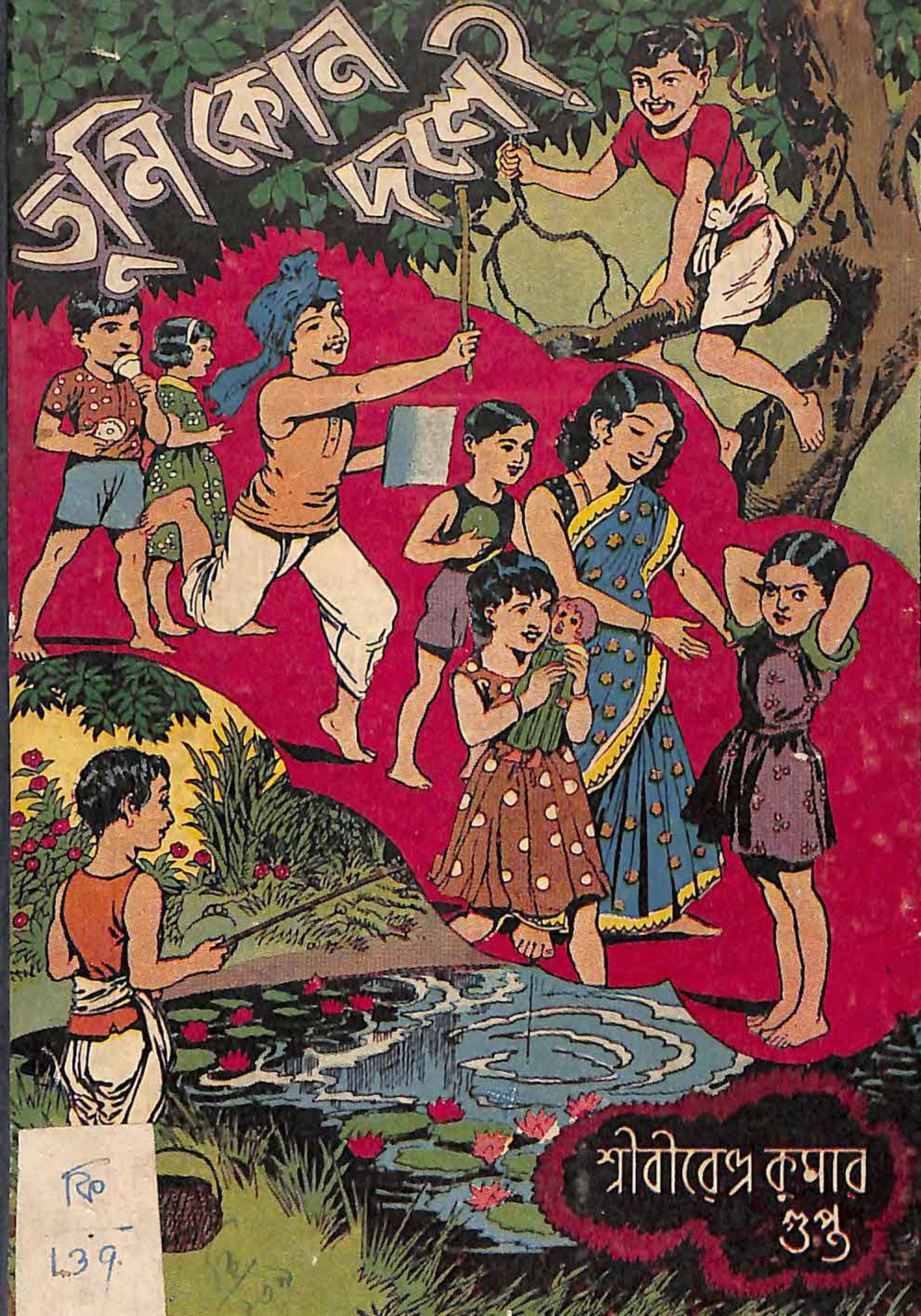

তুমি কোন দলে?
শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত




শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

মুল্য এক টাকা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**
৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৯০, হিউয়েট্ রোড, এলাহাবাদ
৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা



ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত

তৃতীয় সংস্করণ
১৩৫৬

মুদ্রাকর
শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
**শ্রীকালী প্রেস**
৬৭নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

# উৎসর্গ পত্র

—০—

শৈশব ও কৈশোরের এই ছবি

আমার পরম আরাধ্যা

## মা

ও

## জ্যেঠাইমার

**শ্রীচরণে**

অর্পণ করিলাম।

তোমার সরল মনের একটা ছাপ
যদি এতে প'ড়েই থাকে—তাতেই
বা লজ্জা কি ? একে আদর ক'রে
বুকে তুলে নিও ।

# সূচী

# তুমি কোন্ দলে ?

সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছে—খুলনার দিকে একজন লোক ঝড়-জল উপেক্ষা ক'রে গাছের মাথায় চ'ড়ে ব'সে আছে ! গাঁয়ের লোকেরা তাকে সাধু মনে ক'রে সেখানে উঠে তাকে খাবার দিয়ে আসছে। বুড়ো মিন্সের এরকম অদ্ভুত খেয়াল হ'লে তাকে লোকে বলে—সাধু, নয় তো পাগল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এরকম অদ্ভুত খেয়াল সর্ব্বদাই হচ্ছে —গাছে ত তা'রা হামেশাই চড়ে।

এখানে তোমাদের কয়েকটা অদ্ভুত খেয়ালের কথাই বলছি।

অপরকে দেখে শুনে নকল করাটা আরম্ভ হয় খুব অল্প বয়স থেকে। আমি যে আজ বুড়ো হয়েছি, আমারও মনে পড়ে—আমি ছোট বয়সে রাম-রাবণের যাত্রা দেখে এসে, রাবণের অভিনয় করার জন্য কি পরিমাণ উৎসাহ দেখিয়েছিলাম।

দেড় বছর বয়স হ'তেই আরম্ভ হয় এ নকল করার চেষ্টা।

ছোটরা চায় বড়দের মত কাপড়, জামা, জুতো পরতে ; তাদের মত বই পড়তে ; যাত্রা-থিয়েটার দেখে এসে ভীষ্ম, কর্ণ, নহুষের প্রেতাত্মা হ'তে ; বাবার চশমাটা চোখে দিয়ে বাবার মত হ'তে ; কানাই মাষ্টার হ'য়ে বেড়ালছানাকে পড়াতে।

আবার একটু বড় হ'য়ে ছেলেরা চায় বড়দের মত পোষাক পরতে, তাদের মত গান করতে ; আর মেয়েরাও খোঁজ নেয়—তাদের বড়রা কি করেন, কি বলেন, কি রকম ভাবে কাপড়-জামা পরেন এবং তারই নকল করে।

অল্প বয়সেই ছেলেরা এবং মেয়েরা তাদের বড়দের কথাবার্ত্তা, চালচলন নকল করতে খুব ভালবাসে। এ নকল করার চেষ্টা বা ইচ্ছাটার বলে, পরে কেউ কেউ যাত্রা-থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী হ'য়ে যায়।

কোন কোন ছেলেমেয়ের স্বভাব—যেখানে যা পায় তাই একত্র ক'রে নিজের একটা ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যে জড় ক'রে রাখে। ছোট্ট কাগজের বা টিনের বাক্স দিয়ে এদের এ অভ্যাস প্রথম আরম্ভ হয়। মনে কর, তোমারই এরকম একটা বাক্স আছে। যদি তুমি দেখ এ বাক্সটায় কেউ হাত দেয়, তা হ'লে অমনি তুমি হয় তো রেগে চোখ-মুখ লাল ক'রে তাকে মারতে যাবে, নয় তো একেবারে 'ভ্যা'। এটাও বলা যেতে পারে যে, আগাগোড়া তুমি যদি এই গোছান অভ্যাসটা

বজায় রাখতে পার, তবে তুমি হবে ভাল একজন 'গৃহস্থ' বা গোছাল লোক—যাকে আমরা বলি ভাল সংসারী। আর তোমার যদি জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌ ক'রে রাখাই অভ্যাস হ'য়ে থাকে, স্কুল থেকে গিয়েই জামাটা, জুতোটা, বইগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই নিষ্কৃতি মনে করাই যদি তোমার স্বভাব হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আমি বলব—তুমি হবে একজন ভয়ানক বিশ্রী স্বভাবের লোক ; ভবিষ্যৎজীবনে তুমি কোনও দিন গোছাল হ'তে পারবে না।

গোছাল লোক দেখলেই বুঝা যায়—অতি সাধারণ সাজ-পোষাকেও তাদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আর অগোছাল লোকদের শত ভাল জামা পরলেও কেমন যেন ভাল দেখায় না। গোছাল মানে বিলাসিতা নয়—অল্পব্যয়ে সুশ্রীভাবে থাকা। তুমি যদি ছোটকাল থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দোহাই দিয়ে বেশী বেশী খরচ ক'রে থাকতে অভ্যাস ক'রে বস, তা হ'লে ভবিষ্যতে তুমিই হবে অত্যন্ত বিলাসী। অতএব, সাজ-পোষাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখার সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, তুমি অতিরিক্ত ব্যয় করছ না।

এ সঙ্গে আর একটা কথা বলার আছে। যারা ছোটকাল থেকে পরের জিনিস না ব'লে নিজেদের বাক্সে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস করে, তারাই কিন্তু পরে চোর হয়।

ছবি, ক্যালেণ্ডার, টিকিট, পুরাতন মলাটের কাগজ—এসব সংগ্রহ ক'রে রাখা অনেকেরই স্বভাব। সেদিন আমার কাছে এডেন বন্দর হ'তে একখানা চিঠি আসে ; সেই চিঠির টিকিটখানা পাওয়ার জন্য সমীর, দেবদাস, বাসুদেব—এদের সে কি মারামারি !

আমার খুব মনে আছে, স্কুলে পড়ার সময় কাপড়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে কি রকম অখণ্ড অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাপড়ের উপরের ছবিগুলো সংগ্রহ করতাম। কার কতখানা বেশী হ'ল তাই নিয়ে কত তর্ক, কত ঝগড়া, কত মারামারি ! ছবির কল্যাণে পড়াশুনা প্রায় মঞ্চে উঠেছিল। তোমরা কেউ কিন্তু ছবি-ছবি ক'রে আমার মত পড়াশুনার ক্ষতি ক'রো না।

টিকিট যোগাড় করার সখ আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের খুব বেশী ছিল। অতএব তোমরা একেবারে সম্রাটের দোহাই দিয়ে, এ বিষয়ে খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

ক্যালেণ্ডারের কথা আর বলব কি ?—তোমরা গোপনে গোপনে খোঁজ নিয়ে দেখো, বুড়োরাও অফিসে চুপি-চুপি ভাল ক্যালেণ্ডার গাফ করার জন্য কি চেষ্টা করেন !

তোমার যদি এসব কিছু অভ্যাস থাকে তা হ'লে জেনে রেখো, এসব কাজ করা ভাল, কিন্তু পড়াশুনা বা অন্য

কাজের ক্ষতি ক'রে নয়। এগুলো অবসর সময় কাটাবার জন্য—পড়াশুনার বা অন্য কাজের সময়টাকে অবসর বানাবার জন্য নয়।

ফল-ফুলের বাগান করাও অনেকে
সাধারণতঃ বলা যেতে পারে, সে-সব ছেলেমেয়ে সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাদের মন ফুলের মতই সরল ও নিষ্পাপ। আর সে-অভ্যাস শেষ পর্য্যন্ত টিকে গেলে, বুড়োবয়সে দাঁড়িয়ে যায় ফুল, ফলের সঙ্গে তরিতরকারী-শাকসব্জির বাগান করার মধ্যে।

ছবি আঁকা, এমেচার ফোটোগ্রাফি—এগুলোতেও কারও কারও খুব সখ থাকে। সাধারণতঃ সে-সব ছেলেমেয়েরা একটু সুরুচি-সম্পন্ন হয়।

পশুপাখী পোষাও ছেলেমেয়েদের মস্ত বড় একটা সখ। সেদিন হরীতকীবাগান লেন দিয়ে যাচ্ছি, দেখি, একটা মরা পায়রাকে মহাসমারোহে চার-পাঁচটি ছেলে নিয়ে যাচ্ছে! আবার মাঝে মাঝে একটি ছেলে বলছে, "বল হরি—হরিবোল !"

পায়রা পোষা, ময়না-টিয়া পোষা, বেড়াল-কুকুর পোষা—এ দলের খুব সখ।

ছেলেবেলায় আমরা একটা কুকুরের বাচ্চাকে কয়েকজনে দল বেঁধে পুষতাম ; আর তোমাদের কাছে গোপনে গোপনে

তুমি কোন্ দলে ?

বলছি, ওটা যখন ম'রে গেল তখন আমাদের দলের সে কি কান্না !

পাঁঠা, ভেড়া, ছাগল—এগুলো পোষার সখও অনেকের আছে। তবে ছেলেরাই এসব বেশী পোষে। যারা এসব ক'রে থাকে, তাদের বলতে হবে খুব ভাবপ্রবণ। তবে পশুপাখীর জন্য দয়া-মায়াটা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে



অনেক বেশী দেখা যায়। অনেক মেয়ে পাঁঠাবলি দেখতে গিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

ভাল কথা, বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা বা জাল ফেলে মাছ ধরার সখও অনেক ছেলের খুব বেশী থাকে। আমার ঐ জিনিসটা ধাতে আদৌ সয় না—তাই আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, মানুষ কি রকমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য্য ধ'রে ফাৎনার উপর নজর রেখে কাটিয়ে দেয়। সারাদিনেও হয়তো শিকার মিলে

না—কিন্তু ব'সে থাকা চাই-ই। মার-ধোর খেয়েও অনেকের এ অভ্যাস যায় না।

শিকার করার কথায় মনে প'ড়ে গেল—বনে গিয়ে শিকার করার কথা। যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, বন্দুক রাখতে পারে— তা'রা অনেকে বনে গিয়ে শিকার করে, আর নয় তো একেবারে বন-জঙ্গলের মধ্যে যারা থাকে তা'রা মাঝে মাঝে বনে গিয়ে শিকার করে। গুল্‌তি দিয়ে বা ঢিল ছুঁড়ে পাখী মারার চেষ্টা বড় বড় শিকার করারই ছোট সংস্করণ বলা যেতে পারে।

তোমাদের 'গোসা' বা রাগ করার রকমগুলোর কথাই এখন পর্য্যন্ত বলা হয় নি।

যারা একটু কড়া মেজাজের—রাগ হ'লে তা'রা বোধ হয় প্রথমেই কিছু ভেঙ্গে দিয়ে বা কেটে ফেলে তাদের যে রাগ হয়েছে এটা বুঝিয়ে দিতে চায়। আবার কেউ কেউ আছে কথাটি না ব'লে চুপটি ক'রে—খাটের নীচে অথবা বাক্স বা আলমারীর পিছনে ঢুকে থাকে। সেখান থেকে যখন কেউ টেনে আনতে যায়, তখন একেবারে 'ভ্যা' ! ভাবটা হচ্ছে—'আমি তো কিছুই করি নি—তুমি আমায় টানতে গেছ, এতে আমি ব্যথা পেয়েছি—তাই আমি কাঁদছি।'

কেউ কেউ আছে রাগের সময় কেউ একটু সাধাসাধি

করে এজন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে ; 'একবার সাধিলেই' মিটমাট হ'য়ে যায়।

খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে ছেলেমেয়েদের দৌরাত্ম্য কি কম ! একদল আছে, হাতের কাছে খাবার পেলেও খেতে চায় না— চুরি ক'রে বা জোর ক'রে আদায় ক'রে খেতেই ভালবাসে বেশী। কেউ কেউ আছে মিষ্টি জিনিসটাই ভালবাসে, কেউ বা নোন্‌তা জিনিসটাই ভালবাসে, বেশীর ভাগই টক জিনিসটা খুব ভালবাসে। তবে 'লজেঞ্চুস' 'টফি' খেতে বোধ হয় সকল ছেলেমেয়েই সমান ওস্তাদ।

ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন অভ্যাসের কথা বলা হ'ল। এখন বল তো—তুমি কোন্ দলে ?

---

# তুমি

( প্রথম অধ্যায় )

বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, মা, কিছু খেতে দাও।

মোটে এইটুকুন! আর কি আছে বললে? আমসত্ত্ব আর দুধ-ভাত—বেশ হবে মা, তাই দাও। একটু পরে বলছি মা—স্কুলে কি কি হ'ল।...

বাবা নূতন জুতো কিনে দিলেন, বই কিনে দিলেন, আমি দাদার সঙ্গে স্কুলে গেলাম। কতদূর যেতেই পায়ে ফোস্কা প'ড়ে গেল—অতদূর কি মা নূতন জুতো প'রে যাওয়া যায়? কাল থেকে কিন্তু আমি স্যাণ্ডালই পায়ে দিয়ে যাব।

দাদাই আমায় আমাদের ক্লাসে নিয়ে গেল। ক্লাসে আমার মত অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে ছিল। দাদা আমাকে বসিয়ে দিয়ে বললে—"বুঝেছিস্, এই আমার ছোট ভাই। যদি ওর পিছনে লাগিস্, ওকে বিরক্ত করিস্—তবে এই গ্যাট্টা—আর বিরেশি সিক্কে ওজনের এই একখানা—" ব'লেই দাদা তার হাতখানা বের ক'রে দেখালে।

খুব সুন্দর দেখতে—হাফপ্যাণ্ট-পরা একটা ছেলে ডেকে

নিয়ে আমাকে তার পাশে বসালে। আমার খাতা আর বইগুলো সে দেখতে লাগল—তারগুলোও সব আমায় দেখালে।

এর মধ্যেই 'ঠুন্-ঠুন্' ক'রে কে বাইরে ঘণ্টা বাজালে। আমার পাশের সেই ছেলেটা—নাম তার সৌরীন—আমায় বললে—"এই, সোজা হয়ে বস; একটু পরেই মাষ্টার আসবে।"

আর একটা ঘণ্টা পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্লাসে এসে যিনি ঢুকলেন—সবাই বললে 'ড্রইং স্যার', বাংলা পড়াবেন। সবার সাথে আমারও নাম ডাকলেন। যারা এসেছিল সবাই 'প্রেজেণ্ট স্যার' ব'লে যাচ্ছিল—আমিও তাদের দেখাদেখি বললাম, 'প্রেজেণ্ট'। সবাই একটু হাসলে। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। মাষ্টার মশায় আমাকে ডেকে বললেন, "শুধু 'প্রেজেণ্ট' বলতে হয় না—'স্যার'ও সঙ্গে বলতে হয়।" তারপর আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে কত কি জিজ্ঞেস করলেন —আমরা ক'ভাই—উপরের ক্লাসে কে আছে? আমি বললাম, "আমার দাদা।" দাদার নাম জিজ্ঞেস করার পর আমি যখন বললাম, 'কল্যাণ', তখন বললেন—"ও, কল্যাণ, বেশ, বেশ।"

পড়া আরম্ভ হ'ল। একটু পড়ান আর আমাকে জিজ্ঞেস করেন—"বুঝলে?" বেশ ভাল লাগল আমার, মা।

দ্বিতীয় ঘণ্টায় যিনি এলেন, সবাই তাঁকে দূর থেকে দেখে বলতে লাগল 'ইয়ে স্যার'। হাতে তাঁর একখানা বেত। আমার বেজায় ভয় করতে লাগল। মাষ্টার মশাই ক্লাসে এসেই বললেন—"ইতিহাস—কি পড়া রে? অগস্ত্য? বেশ—বল দেখিন মুখস্থ।"

আমি তোমার শেখানমত কত 'হরি হরি' ডাকছি—আমাকে যেন জিজ্ঞেস না করে—তা হ'লে এক পয়সার হরির লুট দেব। কিন্তু মা, হরিঠাকুর আমার কথা শুনলেন না। মাষ্টার মশায় আমাকেও জিজ্ঞেস করলেন। আমার কান্না এসে গেল, মা। মাষ্টার মশায় তখন বললেন—"এটা বুঝি আজ নূতন এসেছে! আচ্ছা, থাক বাবা থাক,—আর তোকে কাঁদতে হবে না। যত সব ছিঁচকাঁদুনে।"

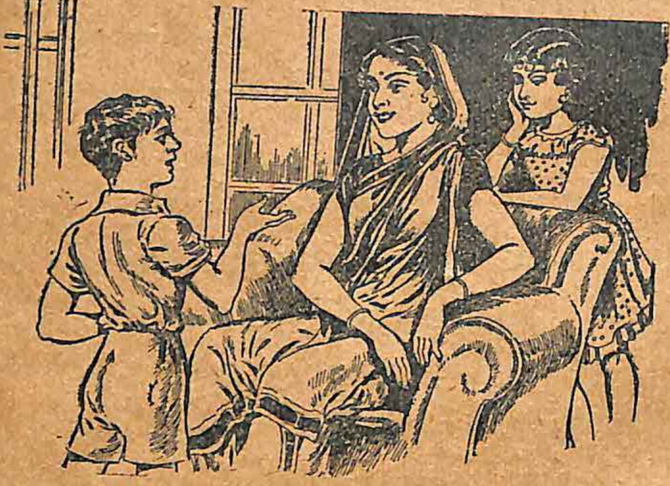
তার পরের ঘণ্টায় এলেন 'টেকো স্যার'—আঁক কসিয়ে গেলেন। ঘণ্টা শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে তিনি আমাদের ধ্রুবের সম্বন্ধে খুব সুন্দর ক'রে গল্প বললেন। কত ছেলেকে দেখলাম, মা, গল্প শুনতে শুনতে চোখের জল ফেলেছে।

যেই না টিফিনের ঘণ্টা পড়ল—ওমা, সে কি গোলমাল! সবাই সারবন্দি হ'য়ে দাঁড়ালে—আমিও দাঁড়ালাম। দু'খানা ক'রে সিঙাড়া খেতে দিলে। কি মজা!

তারপর আবার ক্লাস। যখন ছটা ঘণ্টা হ'য়ে গেল তখন

হ'ল আমাদের ছুটি। আমার মুখটা এত লাল কেন মা? সেই কথাই বলছি।

আমাদের ক্লাসের ছেলেরা সবাই ড্রিল স্যারের কাছে বল চাইলে। তিন নম্বর বল নিয়ে আমরা খুব ক'রে মাঠে দৌড়োদৌড়ি করলাম। শুনে তুমি হাসছ মা?—তা হ'লে



আমি কিছু বলব না।...না না, রাগ ক'রো না বলছি, সত্যি আমি খুব ভাল খেলেছি।

ছুটির ঘণ্টা প'ড়ে গেল। আমিও দাদাকে দেখে দৌড়ে দাদার সঙ্গে চ'লে এলাম।

দাদার স্কুলটা কিন্তু ভারি ভাল—একেবারে চমৎকার।

মাষ্টার মশায়রা খুব ভাল। মা, আমি দাদার স্কুলেই আগাগোড়া পড়ব তো ?

কিন্তু মা—ঐ দিদি হাসছে কেন ?—ইস্ তা কখনও হয় না! আমি সব সময়ই স্কুলকে খুব ভালবাসব। এমন চমৎকার স্কুল। মা, ঐ যে নাড়ু সত্য—ওরা ডাকছে। ওরা এখন খেলবে। যাই মা ?

( দ্বিতীয় অধ্যায় )

ভাল লাগে না এ আমার। এতগুলো আঁক আবার কেউ একদিনে ক'সে আনতে পারে নাকি ? প্রিয়বাবু যে কি —কিছুই বোঝেন না—কোনও আপত্তি জানাতে গেলেই বলেন, "ডোণ্ট্ টক্, ডোণ্ট্ টক্।" একগাদা ইংরিজির পড়া, তার উপর আবার ভূগোল, ইতিহাস। বাংলার কথা না-ই বা ধরলাম। এখন আবার এক ফ্যাকড়া জুটেছে—'সায়েন্স' —বিজ্ঞান। পারি না রে বাপু! না—আমি আজ কিছুতেই খাতা দেব না।

কি বললি, রণেশ ? জরিমানা হবে! তাই তো—পয়সা আবার বাবার কাছেই চেয়ে নিতে হবে। আবার প্রিয়বাবু যে মানুষ, কিছুতেই মাফ নেই। না রে বাবা! দরকার নেই। দে তো লুতফর, তোর খাতাখানা দে, একটু

টুক্লিফাই ক'রে নি। সৌরীন ভাই, বলিস্ নি। বেশী নয় তো, মাত্র পাঁচটা অ'াক—এক্ষুণি হ'য়ে যাবে। ছাখ, আমার কিছু দোষ নেই। কতক্ষণ আর লাগবে ? দশ মিনিটেই শর্ম্মা কাজ হাসিল করবে।···হ্যাঁ, এই যে হ'য়ে গেল। দেখেছিস্ কি রকম 'এক্সপার্ট'।

কাল তো ভাই তোদের কথায়ই খেলার মাঠে গিয়েছিলাম। স্থরাজ সেন যা খেলেছে—'স্প্লেন্‌ডিড্' একেবারে—চমৎকার পা এক-একখানা কি—তিনমণ! বুঝিয়ে দিয়েছে ডায়মণ্ডকে—কা'কে বলে খেলা! আর আসবে ডায়মণ্ড যুঝতে ?

ও রবীন, তুই বুঝি বলছিস্ মোহনবাগান নেবে এবার লীগ-চ্যাম্পিয়নশিপ্। হোঃ-হোঃ, শোন লীগ্ তালিকা—মহমেডান ৩২, মোহনবাগান ২৮, আর, ইষ্টবেঙ্গল ২৫; কিন্তু ভাই আজ না আমাদের বঙ্গদেশের ইতিহাস পড়া! দাঁড়া ভাই, আমি এবার ইতিহাসের পড়াটা একটু দেখে নিই।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী···ডাক্তার···ব্রাউ···ভাই 'ডাক্তার' দেখেছিস্ ? খুব ভাল হয়েছে। এটাই নাকি এবার বাংলা ফিল্মের সবচেয়ে ভাল। শুনছি নাকি এর পরেই আসবে 'তটিনীর বিচার।'

কি বাবা, চুলে কি দেখছ ?—দাদাকে দেখেই চুল ঐ

রকম ক'রে উলটিয়ে রেখেছি। এই হচ্ছে আজকালের দস্তুর। রমেশবাবু এসে সমস্ত চুল উলটিয়ে দেবেন।—দিন। আবার এক মিনিটেই সব ঠিক। রমেশবাবুর এটা ভারি অন্যায়। দাঁড়াও না একবার, গোঁফটা উঠলেই হয়—একেবারে আসল বাটার-ফ্লাই! কবে উঠে যেত গোঁফ! বাড়ীতে ভাই, রেণুদিটার যন্ত্রণায় কিছু হবার জো নেই। নাপিত এসেছে, ভাল ক'রে চুল ছাটাব—কোত্থেকে সংবাদ পেয়ে ওটা এসে জুটবে। সর্দ্দারি ক'রে বলবে—"পরামাণিক, দশ-আনি ছ' আনি ছাঁট দিও না কিন্তু!"

নাপ্তে বেটাও তেমনি হতভাগা—"এজ্ঞে এজ্ঞে" করতেই অস্থির। দাদার সেফ্‌টিখানা একটু হাতে নিয়েছি অমনি হাঁকবে—"দাদা!" পারি না ওটার যন্ত্রণায়। ওটার বিয়ে হ'য়ে গেলেই বাঁচি।...

তাই তো ভাই, ওয়ার্নিং বেল্ দিচ্ছে। ইংরিজি পড়া একটুও হয় নি। কিরণ স্যার যা কড়া, এক্ষণি এসে "বেঞ্চের উপর দাঁড়া" আরম্ভ হ'য়ে যাবে।

হ'ল না রণেশ, তোর সুর ঠিক হ'ল না। শোন আমি গেয়ে দেখাচ্ছি—"দিনের শেষে, ঘুমের দেশে..." গলা মোটা হ'য়ে গেছে? তা তোদেরও তো হয়েছে। সবারই হয়। ভগবানের উপর তো আর কারও হাত নেই।...

তুমি কোন্ দলে ?

কি রে শৈবাল, অমনধারা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছিস্ কেন ? ছুটি ?

ছুটি ছুটি ! সত্যি তা হ'লে ছুটি ! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে !!—জয় স্কুলের জয় !!!

---

# হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল

হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল—বৈকাল ছ'টা আট মিনিটের গাড়ী—মোকামা প্যাসেঞ্জার।

গাড়ী ছাড়ার মাত্র দুই মিনিট আগে ষ্টেশনে পৌঁছে—তাড়াহুড়া ক'রে কোনও রকমে তো একটা কোঠায় উঠে পড়া গেল।

হুইস্‌ল্ দিয়ে গাড়ী ছাড়ল। একে বৈকালের গাড়ী, তায় শনিবার, তার উপর পূজর বাজার। জায়গার একান্ত অভাব। কোনও প্রকারে একটু জায়গা নিয়ে দাঁড়ান গেল। ভরসা এই—গাড়ীটা সব ষ্টেশনে ধরবে না, হাওড়া থেকে একদম শ্রীরামপুর যাবে ; কাজেই প্যাসেঞ্জার কম উঠবে।

"আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য !—অষ্টম আশ্চর্য্য আবিষ্কার !" হুঙ্কার শুনে দেখি আমার ঘাড়ের উপর, পিছন দিক থেকে এক ভদ্রলোক হাঁক দিচ্ছেন। আমি একটু চম্‌কে যেই পিছপা হয়েছি, একখানা কসরত দেখিয়ে ভদ্রলোক নির্ব্বিকারচিত্তে আমার সাম্‌নের দু'তিনজনকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে অন্য সব যাত্রীর সম্মুখে দাঁড়ালেন।

পুনরায় সুরু হ'ল সেই হুঙ্কার—"পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্য জিনিসের কথা আপনারা ছোটকাল থেকে পড়েছেন। আমি বলি ওটা ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। জেনে রাখুন—পৃথিবীতে অষ্টম আশ্চর্য্যের সমাবেশ। চীনের প্রাচীর, আগ্রার তাজ, বেবিলনের শূন্যোদ্যান ইত্যাদির সঙ্গে আজ থেকে যোগ করুন এই অষ্টম আশ্চর্য্যের কথা। এই অষ্টম আশ্চর্য্য অতি বিস্ময়কর, অতি অদ্ভুত। এটির নাম দেওয়া হয়েছে—ত্রিরত্ন।

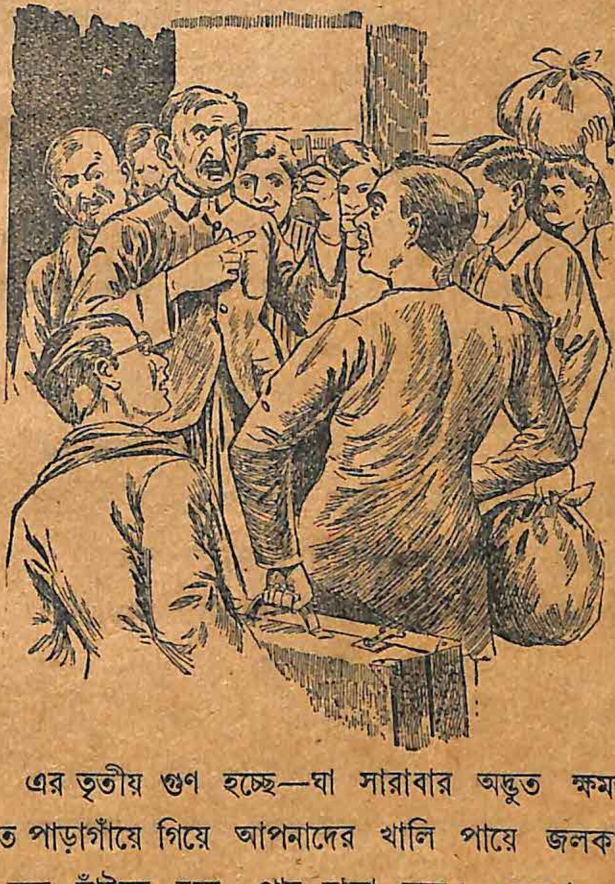
নামটা মনে থাকবে তো! ত্রিরত্ন—যাকে আপনারা বলতে পারেন তিনটি রত্নের সমাবেশ। এই যে দেখুন আমার হাতে সামান্য একখণ্ড পেন্সিলের মত—কোম্পানী এরই নাম দিয়েছেন ত্রিরত্ন।

শুনুন এর আশ্চর্য্য গুণ :—

পূজার বাজার, সারাদিন দোকানে ঘুরে ঘুরে আপনার মাথা ধরেছে, যন্ত্রণায় মাথা কন্-কন্ করছে, একবার এই পেন্সিলখানা মাথায় ঘসে' দিন্। এক মিনিটের মধ্যেই আপনার মাথার যন্ত্রণা আরাম হয়ে যাবে। আপনি নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্যমে পূজার জিনিস কিনতে পারবেন।

এর দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে—দৈ বানাবার অদ্ভুত ক্ষমতা। পূজার সময়ে দৈএর প্রয়োজন আছে সকল বাড়ীতেই। কিন্তু এত দৈ বানাবার অবসরই বা কোথায়? আমাদের এই

পেন্সিলখণ্ড দুধের মধ্যে দু'চারবার নাড়াচাড়া করলেই দেখতে পাবেন, দিব্যি দৈ জমে' রয়েছে !



এর তৃতীয় গুণ হচ্ছে—ঘা সারাবার অদ্ভুত ক্ষমতা। ছুটিতে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আপনাদের খালি পায়ে জলকাদার মধ্যে কত হাঁটতে হবে, পায় হাজা হবে। একবার মাত্র আমাদের এই স্পর্শমণি ঘা-এর মধ্যে স্পর্শ করিয়ে দেবেন।

এক মিনিটের মধ্যে ঘা আরাম হয়ে যাবে। চুলকানি, দাদ, বিখাঁজ, সকল প্রকার চর্ম্মরোগ—এই ত্রিরত্ন স্পর্শমাত্রই আরোগ্য হ'য়ে যায়। আপনাদের যদি দরকার থাকে বলুন। ত্রিরত্ন ত্রিরত্ন"—বলতে বলতে ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। বালি ষ্টেশনে সিগন্যাল দেয় নি। সুযোগ উপেক্ষা না ক'রে, ভদ্রলোক পাশের কোঠায় উঠে গেলেন।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আবার গাড়ী ছাড়ল। একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। হঠাৎ এক করুণ আর্ত্তনাদ—"মরে' গেলাম, মরে' গেলাম।"

চীৎকারের দিকটায় সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। চোখ খুলে আমিও তাকিয়ে দেখি এক কোণে এক ভদ্রলোক একটা সুটকেসের উপর হাত দিয়ে বসে আছেন। গাড়ীর সমস্ত প্যাসেঞ্জার সেই ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

এক মিনিটে ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। হাতে একটা শিশি, তার মধ্যে থেকে কি যেন একখণ্ড মুখে পুরে দিলেন। তারপরই সুরু হ'ল—

"এই দেখুন, একটু আগেই 'কলিক-পেন'এ আমি কি রকম কষ্ট পাচ্ছিলাম। আর আপনারাই দেখলেন, মাত্র এক 'পিল' ঔষধ খেয়ে আমি কি রকম আরাম হ'য়ে গেছি! এ জিনিসের নাম কি জানেন ?—এর নাম হচ্ছে 'কুম্ভকর্ণ হুতাশন

চূর্ণ'। হুতাশন মানে আগুন। আগুনকে কেউ চূর্ণ করতে পারে না। কিন্তু আমার কোম্পানী গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আগুনের মতই শক্তিশালী এ ঔষধ বের করেছে। এর কাজ হচ্ছে পেটের মধ্যে ক্ষিধের আগুন সৃষ্টি করা। একটা 'পিল' খেলে পরে, দেখতে দেখতে আপনার পেটের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠবে—আপনি একবারে বীর কুম্ভকর্ণের ন্যায় খেতে আরম্ভ করবেন। পূজার বাজারে এরকম জিনিসের যে কত প্রয়োজন তার সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা দিতে চাইনে। আমার কোম্পানী পূজার বাজারে সবার সুবিধার জন্য এর দাম কমিয়ে করেছেন মাত্র এক আনা—কেবল চার পয়সা। বলুন মাননীয় দাদারা, কুম্ভকর্ণ হুতাশন চূর্ণ—কার দরকার আছে—কুম্ভকর্ণ হুতাশন চূর্ণ—

পূজার বাজারে দাদারা সব খাচ্ছে লুচি পুরি,
কুম্ভকর্ণ চূর্ণ হজম করে কত কি ভুরি ভুরি ;
হায়রে হায়, চিনলে না কেউ আমার এই চূর্ণ,
বুঝলে না এর কদর—করতে পেট পূর্ণ!"

এবার গাড়ী শ্রীরামপুরে থেমেছে। 'চূর্ণ মশায়' দিব্যি একজন সাধারণ প্যাসেঞ্জারের মত সুটকেসটি হাতে নিয়ে নেমে গেলেন। নামার সময়ে আর একবার তিনি হাঁক দিলেন—"কুম্ভকর্ণ হুতাশন চূর্ণ, কুম্ভকর্ণ……!"

শ্রীরামপুর থেকে শেওড়াফুলি—কোনও উৎপাত নেই। শেওড়াফুলি থেকেও গাড়ী ছাড়ল।

"চৈতনপাড়া, চৈতনপাড়া !" গুরুগম্ভীর-নাদে এক ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন—"মা জগজ্জননী এসেছেন। বিশ্বে তাঁর আগমনবার্ত্তা রটে গেছে। তিনি চান সকলের মুখে আনন্দ, সকলের মুখে ফুটে উঠুক হাসি। চারদিকের এই আনন্দের মধ্যে আপনার ছেলেমেয়েরাও কি হাসবে না? তা'রা কি মা'র এই পূজায় যোগ দেবে না? তাদের মনও কি আশায় আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠবে না? পূজার দিন—আপনি বাড়ী যাচ্ছেন; তা'রা কি জানতে চাইবে না আপনি তাদের জন্য কি নিয়ে যাচ্ছেন?

এই নিন চৈতনপাড়ার বিখ্যাত হাফপ্যাণ্ট, ব্লাউস, ইজের, গেঞ্জি, রুমাল—সব কন্‌সেশন 'রেট'এ দেওয়া হচ্ছে—মাত্র পূজার কয় দিনের জন্য—এবার কিনে নিন—

সব সস্তার চূড়ান্ত, আর ক্রেতা অফুরন্ত;
দিচ্ছি জলের দামে, মায়ের পূজার নামে।
আসুন দাদারা সব, উঠবে হাসির রব;
যাবে দূরে মলিনতা, উঠবে ফুটে স্নিগ্ধতা !"

দেখতে দেখতে আট-ন'টা ইজের, কয়েকটা গেঞ্জি বিক্রি হ'য়ে গেল। ভদ্রলোক দাম আদায় করতে আরম্ভ করলেন।

গাড়ী চন্দননগর ধ'রে চুঁচড়ায় থামল। দাম আদায় ক'রে ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নামবেন, এমন সময় এক 'ক্রু' বললে—"টিকেট ?"

—"এই নিন, আমরা মশাই ধাপ্পাবাজ নই, টিকেট ক'রেই আসি।"

—"কিন্তু এই প্যাণ্ট কি আছে? কোম্পানী আপনাকে টিকেট দিয়াছ, কিন্তু ক্যান্‌ভাস্ করতে দিয়াছ কি ?"

বুঝলাম 'ক্রু' মশাই একজন অ-বঙ্গীয় লোক। এবার ক্যান্‌ভাসার মশায়ের মুখখানা একেবারে আম্‌সি! বিনীতভাবে বলতে সুরু করলেন—"দেখুন মশায়, পূজার বাজার। বাড়ীতে ছেলে-মেয়েরা মুখ চেয়ে আছে। কিছু পেলে তবে তো তাদের মুখের হাসি দেখতে পাব। আমরা হচ্ছি ছাঁপোষা মানুষ। এ ক'রেই খাই। আপনারা যদি দয়া না করেন, তবে আমরা কোথায় যাই? 'টু পাইস্' পকেট কেটেও পাওয়া যায়—অসৎপথে যেতে চাই নে ব'লেই এভাবে জীবন কাটাচ্ছি। আপনারাই হচ্ছেন আমাদের 'ফাদার-মাদার', 'ডবল মাদার' ( মামা )! আপনারা না রাখলে আমাদের কে রাখে? কথায় আছে 'রাখে হরি—মারে কে?' আমাদের হচ্ছে 'রাখে ক্রু সাহেব—মারে কে?"

গাড়ী তখন ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে এসে দাড়িয়েছে। আমারও যাত্রা শেষ।

# অথ নিমন্ত্রণ-অধ্যায়

( পড়ার ঘরে )

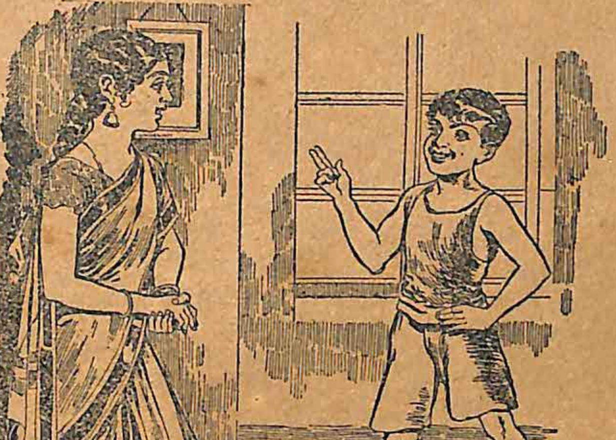
জানিস্ শেলীদি, পরশু হীরেনবাবুদের বাড়ী একটা নেমন্তন্ন আছে ? যা খাওয়ান হবে, কত কী লোক আসবে। আমাদেরও নেমন্তন্ন হবে নিশ্চয়ই। কি মজাটাই হবে !

কি বল্লি ? তুই জানিস্ ? তোরই বান্ধবী হিমানীর বিয়ে। ইস্ আবার ছাপান চিঠি দেখান হচ্ছে ! ভারি তো নেমন্তন্ন—আমরা ওসব 'ছ্যাচড়া' নিমন্ত্রণ-পত্র নেই না। আমাদের যেতে হ'লে, বাড়ীর কর্ত্তা এসে নিজে বলবেন হাত যোড় ক'রে—এমনি ক'রে গলায় চাদর দিয়ে।...

অ্যাঁ দিদিমণি, চাদর !...তাই ত পরশুদিন যদি খেতে যেতে হয়, আমার তো একটা পরিষ্কার কাপড়ও নেই, জুতোটাও যা বিশ্রী হ'য়ে আছে। বাবাকে কত বলি—একটা নূতন জুতো কিনে দিতে—তা' বাবা যদি একটুও কথা শোনেন। বলেন—ছেলে-ছোকরাদের কষ্ট করাই ভাল ; তাতে ভবিষ্যতে বড় হওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মশায় নাকি অনেক কষ্ট করেছিলেন ব'লেই বড়লোক হয়েছিলেন। আর এ কথাটা কিন্তু বাবা একেবারেই বুঝেন না যে, বিদ্যাসাগর মশায়

আমাদের মত নিমন্ত্রণ খেতেন না। আর খেলেও তাঁর সময় এমনি ক'রে মোটরে চ'ড়ে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করতে আসত না।

লক্ষ্মীটি দিদি আমার, কাপড়-জামাগুলো আমিই সাবান দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি—তুই একটু 'ইস্ত্রি' ক'রে দিস। পারবি নে? বেশ! আমিও আর কক্‌খনও তোর সেলাইয়ের সূতো



এনে দেব না। আমি নেমন্তন্ন খেতে যাব ময়লা কাপড় প'রেই। তোমাদেরই সবার মাথা হেট হবে, লজ্জা করবে! আমার কি ?

এই ছ্যাখ, গলার বোতাম নেই, হাতারও বোতাম নেই। বাবা বলেন—ছুটো শার্টের বেশী দরকার নেই। বেশ না-ই

বা হ'ল। একটা গেছে ধোপা-বাড়ী। ধোপাটাও হয়েছে তেমনি নচ্ছার। যখন টাকার দরকার তখন আসে ঘন ঘন— 'বাবু' 'বাবু' ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তোলেন! বাবা যাই না ভাল মানুষ তাই—আমি যখন বড় হব তখন দেব ধোপাটাকে দূর ক'রে। জ্বালিয়ে খায় সারাটা বছর। আরে বাপু, কাপড় নিবি তো শীগ্‌গির দে। তাতে তোরই লাভ। আমাদের আর কি?

জানিস্ শেলীদি, আমি অন্ততঃ বিশটা সন্দেশ খাব, দৈ পূরো একখানা আর এক ডজন শোন্‌পাপড়ি। তোদের মত পেটে ক্ষিধে রেখে একটুখানি খাবার দাঁতে কেটে বলব—তাও আবার মিহিস্বরে—'উঃ মাইরি ভাই, বড্ড বেশী খেয়েছি, আর পারি নে।' আমার ওসব ভণ্ডামি নেই। ভদ্রতা? আরে বাবা, নেমন্তন্ন করে খাওয়ার জন্যই। না খেলে তো মহাজনেরই লোকসান! ও রকম ভদ্রতায় কি লাভ? না রে বাপু, ওসব ছোলা-ভিজানো ভদ্রতার মধ্যে আমি নেই। দশ বছরে একদিন একটা বাড়ীতে হয় নেমন্তন্ন—তাও আবার আধপেটা খেয়েই উদ্গার ছাড়তে হবে—'বড্ড বেশী খাওয়া হয়েছে।' একটু ন্যাকাম ক'রে বলতে হবে—'না—না—না।'

ঐ যাঃ ছোড়দি, বাড়ীর দরজায় কার যেন মোটর

এসে থেমে গেল। ঐ যে হীরেনবাবুই এলেন। তুই এগিয়ে যা—আমি যাই বাবাকে ডেকে আনিগে।

বাবা, বাবা, আপনাকে কে যেন ডাকচেন।

( আড়ালে ) ঐ যে শোন, সবাইর নেমন্তন্ন। ঐ ছাখ কেমন ক'রে হাত যোড় ক'রে বললেন। আর তুই একখানা পত্র পেয়েই কৃতার্থ। বাবা যে কি—বলেন কিনা 'এইটুকুন তো পথ, তার জন্য আর মোটর পাঠাতে হবে না।' তবে কি আমরা হেঁটেই যাব নিমন্ত্রণ খেতে ? না আমি যাব না।

কী, আমার রাগে ভারি বয়েই গেল ! ভারী কি পাতলা টের পাবে যখন শর্ম্মা সত্যি সত্যি বেঁকে বসবে। হীরেনবাবু শুনতে পাবে, শুনুক। আমার কি ? আমাকে বাবা একটু ভাল কাপড়-জামা জুতো দেন না কেন ? এখন আমি কি ক'রে যাব ?—

( আসরে )

ছাই কোঁচাযা বার বার প'ড়ে যাচ্ছে। জুতোটাও তেমনি বেয়াড়া। বাবা সেই জুতোই কিনে দিলেন—তা' একেবারে নেমন্তন্নের মুখে। এখন যে পায় ফোস্কা প'ড়ে গেল, তার উপায় ! কতক্ষণ এমনি ক'রে ব'সে থাকা যায় ! এর চেয়ে স্যাণ্ডেলই ভাল।···

তুমি কোন্ দলে ?

বাঃ, শেলীদির তো বেশ ভালই হ'ল। মায়ের সঙ্গে চ'লে গেল। মেয়ে হওয়াটা কিন্তু বেশ। ভাল কাপড়-জামা পরা যায়, মা'দের কাছে ব'সে খাওয়া যায়, সবাই আদর ক'রে খাওয়ায়; আর আমাদের বাবার পাশে ব'সে খেতে হবে। বাবার যা চোখ! বেশী খেতে গেছি তো একেবারে—!

কি বলচে ?—ছেলেরা সব একদিকে, বড়রা আর একদিকে! বেশ ভালই তো—নাঃ হীরেনবাবুর বিবেচনা আছে। বড়দের পাশে ব'সে খাওয়া চলে নাকি ?

বাঃ কেমন সুন্দর বন্দোবস্ত—আগেই লুচি, বেগুনভাজা, ছ্যাচড়া দিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু মোট চারখানা লুচি! এতে আমার কি হবে ? নেমন্তন্ন-বাড়ীতে বারবার চাওয়া যায় নাকি ? মাটির খুরপি আবার কেন ? ও বুঝেছি, একটাতে দেবে মাংস আর একটাতে দৈ। তা হলে মাংসও খাওয়াবে। তবে যে শেলীদি বলছিল বিয়ে-বাড়ীতে মাংস খাওয়াবে না!

আঃ, আবার কতগুলো মাছ দিয়ে গেল!

রান্নাটা কিন্তু বেড়ে হয়েছে। মাছের ফ্রাই—চমৎকার! তাই ব'লে কি একেবারে চারখানা!

এইবার মাংস। শর্ম্মা দেখিয়ে দেবে—কে কত ওস্তাদ! থাকত এসব পরীক্ষার পাশ—দেখাতাম কার কতদূর দৌড়।—

আচ্ছা দিন্ মশাই! কিন্তু বাবা আবার তাকিয়ে থাকেন নি তো? ঐ যে বাবা দেখে ফেলেছেন। না মশাই, আর পারি নে। একি, তবুও জোর ক'রে—জিনিস নষ্ট করা ভাল নয়—কিন্তু তাই ব'লে কি জুলুম করতে হবে? ঐ তো সেদিন নেলিদির বিয়েতে গিয়ে সব খেয়ে—একটিমাত্র সর্ব্বহজম বটিকা। ব্যস, সব কুপোকাৎ। তা' নেলিদির বাবা কবিরাজ, তাই না লুকিয়ে লুকিয়ে ওটা যোগাড় করা গেল। এখানে তো আর তা' হবে না। আর বাবার কাছে যদি নিদেন পক্ষে একটি সোডাও খেতে চাই তা হ'লেই আর রক্ষা নেই।

আবার দৈ-মিষ্টি এসে গেল। খেতেই হবে? কিছুই না নিলে আবার অভদ্রতা হয়। বাঃ, দৈগুলো বেশ ঠাণ্ডা তো। মাংস খেলে নাকি দৈ খাওয়ারই দরকার বেশী, তা সহজে হজম হ'য়ে যায়। আর মিষ্টি তো সব সময়ই হজমের সাহায্য করে। দেখা যাক, আজ পরীক্ষা ক'রে।

নাঃ, এইবারই বিপদে পড়া গেল। মাটির গ্লাসেই হাত ধুয়ে যেতে হবে। তা কি করা যায়? কিন্তু, কিন্তু ঐ যে ওখানে সাবান—একেবারে 'লাইফবয়' আর তোয়ালে। ঐ দিকেই যাওয়া যাক্।

( পরদিন )

কি যে করি! শরীরটা আজ কিছুতেই ভাল মনে হচ্ছে

তুমি কোন্ দলে ?

না। আজ আবার স্কুলও আছে। না গেলেও বিপদ, পরদিন অমর্ত্ত স্যার যে দাঁতখিচুনিটা দেবেন ! আবার ভাত না খেলেও বিপদ। শেলীটা নিশ্চয়ই বলবে—'A feast is followed by fast, অর্থাৎ ভোজের পর উপোস।'

কেমন যেন যন্ত্রণা হচ্ছে—যাই দেখি ডাক্তারখানায়। কি খাব? হোমিওপ্যাথিক এক ডোজ পালসেটিলা, না একোয়া—না সর্ব্বহজম বটিকা ?

---

# কলকাতার রাস্তায় সকাল থেকে সন্ধ্যা

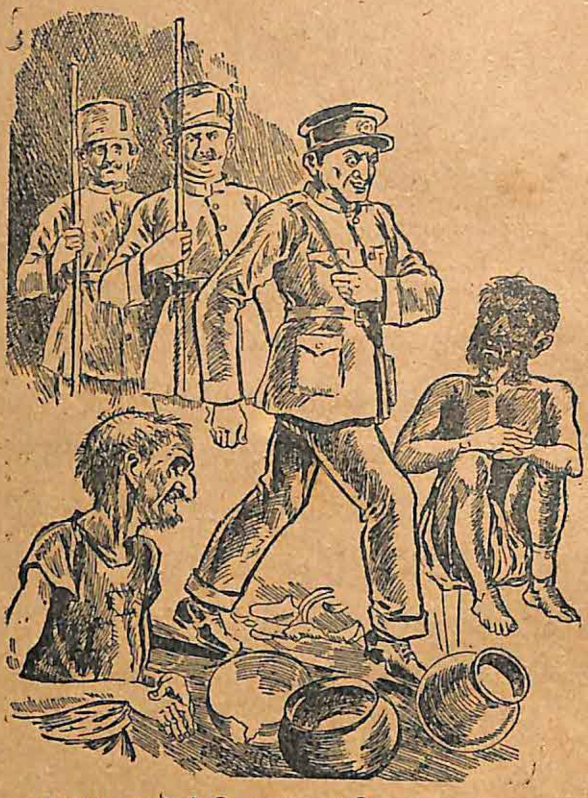
খেয়ালী লোক আমি। খুব ভোরে উঠেছিলাম। ভাবলাম, একছা দিন কলকাতার রাস্তায় ঘুরে দেখব।

বের হয়ে পড়লাম।

একটা মরাকান্না শুনে সেদিকে তাকালাম। দেখি ফুটপাতের উপর কয়েকজন ভিখারী মিলে এ রোল তুলেছে।

ব্যাপারখানা কি বুঝবার জন্য এগিয়ে গেলাম। ও হরি! ওদেরই একজন—অন্য একজনের একটা কালো হাঁড়ি অসাবধানে চলতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে। তাই এই শোকোচ্ছ্বাস। 'রণং দেহিং' ভাব। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভিখারীর দল সমস্ত থামিয়ে দিল—সচকিতভাবে যার যার সর্ব্বস্ব গুটাতে একান্ত মনোযোগী হ'য়ে পড়ল। কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য একপাশে স'রে দাঁড়ালাম।

সার্জ্জেণ্ট এল। সঙ্গে দুইজন কনষ্টেবল। কনষ্টেবল দুইজন খাঁটি ব্রাহ্মণসন্তান। ভিক্ষুকদের জিনিসপত্র স্পর্শ করতে তাদের যথেষ্ট আপত্তি। কিন্তু সার্জ্জেণ্ট মশায় তা মানবেন কেন! পটাপট্ ঝট্পট্ মূল্যবান মেটে হাঁড়িগুলো



মূল্যবান মেটে হাঁড়িগুলো···পদবিক্রম অনুভব
করতে লাগল

একে একে তার পদবিক্রম অনুভব করতে লাগল। আশ্চর্য্য এই—এবার আর প্রতিপক্ষ থেকে বিন্দুমাত্রও হাহাকার শোনা গেল না।

ভোরের বউনি'টা ভালই হ'ল। কিছুদূর এগিয়ে গেলাম।

"জব্বর খবর বাবু! জব্বর খবর! লড়াইকা বাত মরদকা দাঁত কিনুন, খবরকাগজ কিনুন।" হিন্দুস্থানী বিক্রেতার প্রাণপণ চীৎকার দেশের গণশিক্ষা-প্রচারের সহায়তা করছে। একখানি কাগজ কিনবার জন্য পকেটে হাত দিলাম। ভায়া আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারল। তার উৎসাহ বেড়ে গেল। কণ্ঠস্বর এইবার ঊর্দ্ধতর হ'ল—"আসুন, জরুরী আসুন; খবর ব—হুৎ ভারী খবর!"

পয়সা দিলাম। খবরটা আবার ভারী কি ভাবে হয় দেখবার জন্য কাগজের পৃষ্ঠা উল্টোতে লাগলাম।

ফুটপাত ধরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর মোড় পর্য্যন্ত এলাম এসে শুনি—

"কেউ বা মরে ক্বাথে,
কেউ বা মরে বাতে;
দেশের হ'ল কি হায়!
বুঝি বা দেশ যায়।

নয়কো বিদ্যা জাহির—
দে মশায় করেছেন বাহির।
অপূর্ব্ব এই টনিক,
খেয়ে দেখুন খানিক ;
দূরে যাবে ব্যথা,
সেরে যাবে ধরা মাথা !
পাঁচটি আনা দিলে ফেলে,
তবেই এ রতন মেলে।”

সুকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে তাকালাম। হাতে আধডজন বোতল নিয়ে দেশের মঙ্গলার্থে এক মহাপুরুষ প্রাণপণ চীৎকার ক'রে যাচ্ছেন। কিন্তু কেউ সেদিকে তাকাচ্ছে না। বাজারের থলে হাতে কারও যেন দাঁড়াবার অবকাশটুকুও নেই। আমারও দাঁড়াবার সময় ছিল না। কাজেই দে মশায়ের টনিক পরখ না ক'রে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

এইবার কর্ণওয়ালিসের মোড়ে গিয়ে পড়লাম। এখন মোটর চলাচল সুরু হয়েছে। পুলিশ এসে রাস্তার ক্রসিংএ দাঁড়িয়েছে। আমাকেও সাবধান হয়ে চলতে হবে।

খানিক দূর এগিয়ে দেখি, বেশ লম্বা, ফর্সা, একটা কালো রংএর আলখাল্লা গায় একজন লোক ঠিক আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। কী ভয়ঙ্কর লোকটা—ওর চোখের

দৃষ্টি কী তীক্ষ্ণ! তার চেয়েও ভয়ঙ্কর লোকটার গায়ে যা লেখা—"I am the man whom they could not hang; অর্থাৎ আমিই সেই লোক—যাকে ওরা ফাঁসী দিতে পারে নি।"

ভাবলাম কলকাতা সহরের পুলিশ কি নিদ্রিত? এ রকম একটা সাংঘাতিক লোক এভাবে সহরের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

লোকটা খেয়ালমত পিছন ফিরল। ও হরি! সর্ব্বরক্ষা, টকির বিজ্ঞাপন! পিছনের দিকে লেখা—See me in the Sree—আমাকে শ্রীতে দেখুন।" এই নয়তো কি—কলকাতার হালচাল বিজ্ঞাপন? আগে পিলে চম্‌কান—তারপর আসল খবর।

কলকাতা সহরের আজব কাণ্ড।

বেলা সাড়ে ন'টা। ট্রাম-বাসগুলো একেবারে উদর ভর্ত্তি ক'রে ডালহৌসী অভিমুখে ধাবমান। পয়সা দিয়েও লোককে এত বাধা সহ্য করতে হয়—তাও আবার কলকাতার লোক ব'লেই সহ্য করতে পারে। দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু যাদের জন্য দুঃখ তা'রা তীর্থকাকের ন্যায় ঝুলতে ঝুলতে, পরমানন্দে পানটি চিবোতে চিবোতে, অফিসকর্ত্তাদের মুণ্ডপাত করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

অফিসের বড়বাবুর দাঁত খিচুনি মধুর কি ট্রাম-খিচুনি মধুরতর—গবেষণার যোগ্য।

কলেজ ষ্ট্রীটে এসে পড়েছিলাম। সেখানে আসতেই কানে গেল—

"যাচ্ছে বাবুরা হাতল ধ'রে,
কখন বুঝি গো যায় বা প'ড়ে!
থামুন না সবে একটি বার,
পরখ করুন এ চানাদার।
নাই বা লাগে ভাল ভর্ত্তি পেটে,
যাবেন না হয় খানিক হেঁটে।
ধিন্‌তা ধিনা কেউ চানা চায় না,
মিতিন্ তা মিতা সাঁঝে কেউ পায় না।"

তাই তো—আমারও যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুধার অনুভব হচ্ছে। উদর-ব্রহ্মা সবাইর আগে। বাড়ীতে আজ আর যাওয়া হবে না।

পাইস্ হোটেলে এবেলার কাজ সারব—নন্দন-কানন-এ ঢুকে পড়লাম।

বোর্ডের গায় খাদ্যের তালিকা ও মূল্য দেখতে লাগলাম। একটা লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই?" বললাম,

"ভাত, তরকারি, মাছের কালিয়া।" সবই এল। তারপরই আরম্ভ হ'ল পরিবেষকের সুরভঙ্গিমা :—

"ষোল নম্বর—ভাত, ঝোল, চর্‌চরি, ডাল ;
আঠার নম্বর—ভাত, ডাল, মাছের ঝাল ;
বিশ নম্বর—ভাত, তরকারি, মাছের লট্‌পটি ;
পঁচিশ নম্বর—ভাত, ডাল, শুক্তো, বট্‌বটি ;
ত্রিশ নম্বর—ভাত, ডিম, ঝোল, ইছ্‌পেছাল্ ;
বত্রিশ নম্বর—দফে ভাত, দৈ-ইলিশ ঝাল।"

চারদিকে তাকাতে তাকাতে খাওয়া শেষ করলাম, তারপর হাতমুখ ধুয়ে নগদ দশটি পয়সা দিয়ে বাইরে এলাম।

দুপুরে একটু ঘুম না দিলে আমার শরীরটা 'যুৎসই' লাগে না। ডালহৌসী-গামী একটা ট্রামে উঠে সবচেয়ে কোণার জায়গাখানা বেছে নিলাম। পয়সা চাইবার আগেই কণ্ডাক্টারকে পয়সা দিলাম। বেচারা বারবার সন্দেহের চোখে আমাকে দেখতে লাগল। আপনা হ'তেই পয়সা দেয়—এই রকম লোককে সকলেই সন্দেহ করে।

শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লাম।

কণ্ডাক্টারের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাইটার্স বিল্ডিংএর প্রান্তে এসে পৌঁছেচি। নেমে পড়লাম। তারপর পার্কে গিয়ে একটু বসলাম।

তুমি কোন্ দলে ?

একটার তোপ পড়ল। আরম্ভ হ'ল মোটরের ছুটাছুটি। একটির পর একটি—বিরতি নেই, বিশ্রাম নেই—যেন ভাদ্রের ভরা নদীর জলের তোড় ! গ্রেট ইষ্টার্ণ, ফারপোর বাড়ীগুলো এখন একবার দেখা দরকার।

ফুটপাত ধ'রে এস্‌প্ল্যানেডের দিকে চললাম। হোটেল ও রেঁস্তোরাগুলোতে বাজনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সাহেবেরা দলে দলে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগল। ওয়েটার দল "অ্যাটেন্‌শন"—আর ফুটপাতে খোট্টা ভায়া প্রাণপণ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—"বড়িয়া বড়িয়া কচি শশা, মিঠা মিঠা পেঁপে, মত্তমান কেলা, লেবে গো লাও—লাও।" ট্রাম-মোটরের অঙ্গ-ধূলিতে ফলের অঙ্গ চন্দন-লিপ্তবৎ হচ্ছে। বাঙ্গালী সাহেবেরা তাই কিনে 'লাঞ্চ' শেষ করছেন !...

বেলা প'ড়ে আসছিল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধ'রে কলেজ ষ্ট্রীটের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম। মিড্‌ডে আছে এখনও। নাঃ—ঐ ত্ব'পয়সা দিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের সস্তা 'দো দো পয়সার' ডাব খেতে হবে।

আবার সেই কলেজ ষ্ট্রীট্।

এখন আর মিড্‌ডে নেই। এখন শ্যামবাজার-গামী গাড়াগুলো মাছ-গাদা। কোম্পানীর বাণিজ্যের বহর দেখে

রাতারাতি বড়লোক হ'তে ইচ্ছে হয়। প্রথম ছাত্র-ছাত্রীর দল। তারপর অফিসের দল। ট্রাম-বাস্ চলেছে।

উদর-ব্রহ্মা 'পেট্রলের' অভাব জানাতে সুরু করেছিল। দ্বারিকের দোকানে ঢুকে পড়লাম। আবেদন জানালাম। পাতায় দেওয়ার কথাও বললাম। পাতা এল, সঙ্গে এল মাটির গ্লাস। পাশেই এক ভদ্রলোক পেতলের থালা ও গ্লাস নিয়ে বসেছেন দেখছি।

শুনলাম, "সাত নম্বর—পুরী চার পয়সার।" পরে আবার একটু দৈ চাইলাম। দৈ আসার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠল "সাত নম্বর—দফে দৈ চার্ পয়সার।"

খাওয়া শেষ হ'ল। হাত-মুখ ধুয়ে, পয়সা দিয়ে একটু কুচো সুপারী মুখে দিয়ে বাইরে এলাম। এবার আবার ফুটপাত সম্বল।

"আট আনাকা মাল ছ' ছ' পয়সা লাও। সস্তা লাও, সুবিস্তা লাও, আচ্ছা মাল বেছে বেছে লাও!"—পুরাণো বই বিক্রী হচ্ছে; আর 'পোকার দল' সেই বই বেছে নিচ্ছে।

"এক এক পয়সা লাও—বড়া বড়া ছুঠো তিন পয়সা লাও।"—লেবু বিক্রী হচ্ছে। হায়রে!—এও হিন্দুস্থানী।

শিয়ালদ'র দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। 'ছবিঘরে' এসে পড়েছিলাম। দরজায় লেখা—"ফোর্থ ক্লাশ ফুল্।"

দলে দলে লোক টকির টিকেট করছে। টিকেট করবার জায়গায় কী ভীষণ ভীড়! ভারতবাসীর বীরত্বকে ধন্যবাদ। পকেটের পয়সা খরচ ক'রে এত ধাক্কা সহ্য করবার ধৈর্য্য অন্য দেশের নেই।

ভাল লাগল না। মেন ষ্টেশনে এসে পড়লাম। সেখানে এসে শুনি—

"আরে, তুইও যাবি নাকি ? টিকেট করছিস্ ?"

"আরে বাই, হেই কথা আর কইচ্ না, এক্কেবারে আড় গুড়া অইয়া গেছে।"

"ও কুলী, কুলী, সিরাজগঞ্জের গাড়ী।···হাখেন মশায়, সিরাজগঞ্জের গাড়ী কয় লম্বরে ?"

এইভাবে চারদিক মুখরিত। গলায় কে যেন হাত দিল। তাকিয়ে দেখি আমারই মেছের একজন বন্ধু। তিনি এসেছিলেন একজন আরোহীকে গাড়ীতে তুলে দিতে।

এক সঙ্গে হ্যারিসন রোডের ট্রামে উঠলাম; দ্বিতীয় শ্রেণীতে—তিন পয়সা লাগবে।

---

# ফুটবল খেলার আগে, মধ্যে ও পরে

( আগে )

সকালে—পড়ার ঘরে

ঘুম থেকে উঠেই নৃপেন এক হুঙ্কার ছাড়ল—"আজ মোহনবাগান বনাম রেঞ্জার্স দলের খেলা!"

হুঙ্কার শুনে গোপেন এসে নৃপেনের সঙ্গে যোগ দিল। দু'জনই মোহনবাগান দলের পেট্রন।

নৃপেন বললে—"যাই বলিস্ ভাই, আজ মোহনবাগান নিশ্চয়ই জিতবে। আজ ঘুম থেকে উঠে দেখি রাস্তা দিয়ে একটা শব নিয়ে যাচ্ছে আর বলছে 'রামনাম সত্ হ্যায়!' একে শব তায় রামনাম শোনা—নিশ্চয়ই আমার দলই জিতবে।"

গোপেন বললে—"আচ্ছা ভাই, লটারি ক'রেই নেওয়া যাক না কোন্ দল জিতে। এই কাগজ, এই পেন্সিল। একটা কাগজে লিখে নে মোহনবাগান, আর একটায় রেঞ্জার্স—কতগুলো থাকবে সাদা। আর একদিকে থাকবে শুধু 'হার' আর 'জিত'।"

দেখতে দেখতে লটারি আরম্ভ হয়ে গেল।

তুমি কোন্ দলে ?

সাদা, কয়েকটা সাদা—তারপর উঠল রেঞ্জার্স আর অন্যদিকে উঠল 'জিত'।

মরণ-কান্নার রোল প'ড়ে যায়।

ইতিমধ্যে সোমেন, হেমেন, রমেন, ভূপেন—সব এসে জুটেছে।

রূপেন পাশের বাড়ীর একটি পাঁচবছরের ছেলে। গোপেন তাকে টেনে এনে বললে—"ভাই, লটারি ঠিক হয় না। আমার ঠাকুরমা বলেন, কলিকালে সব উল্টো।



রূপেন মাঝের আঙ্গুলটা ধরে

হাতের আঙ্গুল ধরা যাক। ধর দেখিন রূপেন,—আমার এই কয়টা আঙ্গুলের মধ্যে একটা।"

রূপেন মাঝের আঙ্গুলটা ধরে।

"জিত, জিত, জিত"—গোপেন এইবার নাচতে সুরু করে; "মোহনবাগান জিতবে। ছোট ছেলেরা মিথ্যাকথা বলে না। তা'রা দেবতা। ছাখ্ রূপেন, আজ যদি মোহন-বাগান জিতে কাল তোকে একসের দুধ দিয়ে স্নান করাব, তোর গায় ফুল-বেলপাতা দেব; আর একসের ভাল সন্দেশ খাওয়াব।"

রূপেন আসন্ন লাভের আশায় মস্ত বড় একটা ঢোক গিলে ফেলে।

এমন সময় খবরের কাগজ এসে পড়ে।

অন্য খবর দেখার সময় নেই। সবাই ঝুঁকে প'ড়ে দেখে, মোহনবাগান দলের তালিকা: কে. দত্ত, এস. গুঁই, বিমল মুখার্জ্জি, এস্. প্রামাণিক, ল্যাংচা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন সবাই সোৎসাহে ব'লে উঠে—"সব ঠিক আছে। এবার কেল্লা মার দিয়া। আজ মোহনবাগান—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।"

ন'টা বেজে যায়।

স্নান খাওয়া স্কুল—সবই ঠিকমত আছে। অবুঝ এসব বাবা, মা, মাষ্টার মশায়ের দল। পড়াশুনাটাই তাঁদের আসল। বাংলার গৌরব মোহনবাগান-সমস্যা যে কত বড়, তা তো তাঁরা বুঝবেন না!

খেতে ব'সেও ঐ একই ভাবনা! এমন যে প্রিয়

কদলিসংযুক্ত দধিভাত—তাও আজ নৃপেনের মুখে রোচে না। মা কলা নিয়ে এসে দাঁড়ান। "হাঃ হাঃ, কর কি, কর কি ?"—নৃপেন গর্জ্জে উঠে।

মা অবাক্ ! জীবনে পুত্রের খাদ্যবিষয়ে এমন উদাসীনতা তিনি দেখেন নি ; তাই জিজ্ঞেস করেন—"কি রে, আজ আবার হ'ল কি ?"

নৃপেন আর কি করে ? মাকে বলতেই হয়—"আজ মোহনবাগানের খেলা কি-না। তাই এই অযাত্রা কলাটা আর খেতে চাইনে মা। ওটা খেয়ে খেলা দেখতে গেলে মোহনবাগান আর জিতবে না।"

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন, 'ছেলেগুলো দিন দিন যে কী হচ্ছে ! মোহনবাগান জিতে বা হারে তাতে তোর কি রে বাপু !'

দুপুরে—স্কুলে

ছ'টা পিরিয়ড। নানারকম ভাবনার মধ্য দিয়ে পিরিয়ডগুলো কাটে।

"যত ফরমুলা, যত এলিজাবেথ, যত জলবায়ুর অবস্থা আজকার জন্য ! কেন রে বাপু তোরা হ'তে গেলি ? আর হ'লিই যদি খেলার দিনগুলোও কি চিনিস্ না ? যত আপদ, বালাই, বিপদ, জঞ্জাল কোথাকার ! মাষ্টার মশায়দের

উপরও রাগ হয়। ভ্যালা রে বাপু এখন থাম না—কিন্তু কিন্তু, চোখে চোখে তাকাতেও যে সাহস হয় না।···সব দোষ ঐ দারোয়ান-বেটার। বেটা বেঞ্চে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোয়। চারটা বাজতে এত সময় লাগে নাকি ?"—নৃপেন বলে নিজে নিজে।

অবশেষে ছুটির ঘণ্টা পড়ে—ঢং-ঢং-ঢং-ঢং।

ছুট্ ছুট্—দে ছুট্ খেলার মাঠে। হাতে পায়ে একটু চোট লাগে—তাতে কি ?—এদিকে যে মোহনবাগান-সমস্যা !

( মধ্যে )

বৈকালে—খেলার মাঠে

মেম্বারের টিকেট আজ পাওয়া যায় নি। বাবা, দাদা, পিসে মশাইএর দলও আজ মাঠে হাজির। গেট দিয়ে আজ আর আশা নেই। তাই কি নিরাশ হওয়া চলে? মাষ্টার মশায়রা তা হ'লে এত 'অধ্যবসায়'এর রচনা লেখান কেন ?

ঐ যে নৃপেনের বন্ধু গবা একটা 'পেরিস্কোপ' নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নৃপেন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এখনি খেলা আরম্ভ হবে।

পেরিস্কোপে নিবদ্ধদৃষ্টি নৃপেন আর গবেশ।

"সারলে রে সারলে ! গেল, গেল, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল ! মোহনবাগান বুঝি গোল খায় !"—নৃপেন চীৎকার ক'রে উঠে।

তুমি কোন্ দলে ?

গবেশ বলে—"পাগল নাকি ? দেখছিস্ না—বলটা 'অফ্‌সাইড' হয়ে গেল !"

এমন সময় শব্দ উঠে—

"গরম মুড়ি, গরম—পটেটো চিপ, পটেটো—"

"দেখলি, গবা দেখলি, মোহনবাগান খাচ্ছে গোল—হতভাগারা এখন হাঁকডাক করতে এল !...হতভাগার দল ! দূর্ দূর্ ! এখন কি এসব খাওয়ার সময় !"—নৃপেন সরোষে চেঁচিয়ে উঠে।

আবার শব্দ উঠে—

"বোম্বে মেল, বোম্বে মেল,
জল্‌দি জল্‌দি খেয়ে ফেল।
খেলছে দল, মারছে বল—
জিতবে কে ভাই বল তো বল।
একটি মেল খেলে পরে,
পেটটি যাবে পুরাই ভ'রে।
দেখবে যাবে জিতেই তবে,
তোমার দল খাবেই যবে।"

"শুনেছিস্ গবা, কি বলে ?—কিনে দেখব নাকি রে ? আমার কাছে তো টিকেটের পয়সা আছেই। যদিই তাতে মোহনবাগান দল জিতে, ক্ষতি কি ? দুটো পয়সার বদলে

মোহনবাগানের জয়—কল্পনা করতেও ভারি মজা লাগে।”—সোৎসাহে বলে নৃপেন।

নৃপেন তুটো ‘বোম্বে মেল’ কিনে ফেলে।

হাফ্ টাইম হয়ে যায়। আবার খেলা সুরু হয়।

এবার মোহনবাগান এক গোল দেয়। নৃপেন নাচতে আরম্ভ করে—“দেখলি গবা, দেখলি লোকটার পয় আছে। একটা খেতে না খেতেই একটা গোল হয়ে গেল।”

এবার আর একটা প্যাকেট আরম্ভ হয় ; শেষও হয়ে যায় ! কিন্তু গোল আর হয় না !

গবেশ হাতের ঘড়ি দেখে বলে—

“আর চার মিনিট···

তিন মিনিট···

তু মিনিট···

এক মিনিট !”

—“গো—ও—ল” !!—

শেষ মুহূর্ত্তে মোহনবাগান এক গোল খায়। চারদিকে হাহাকার !

( পরে )

সন্ধ্যায়—বাড়ীতে

নৃপেন বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

তুমি কোন্ দলে ?

সুরেশ, গোপেন, শচীন, পূর্ণ, আশুর দল এসে জুটেছে। সকলেই শোকাচ্ছন্ন। সকলের মুখেই এক কথা—"আশা নেই, আশা নেই। একদম আশা নেই। 'ড্র' হ'লে আর কি আশা ? একেবারে হোপ্‌লেস্ !"...

ছোট রূপেনও দাদাদের সঙ্গে হাজির।

"কই সন্দেশ দাও।"—রূপেন বলে।

—"হাঃ, সন্দেশ খানেওয়ালা এসেছে ! জিতিয়ে দিতে পারলি যে, বড় সন্দেশ খেতে এসেছিস্ ?...

ওকে আবার দুধ দিয়ে স্নান করাব, না কচু। কাল ওকে পচা গোবরজলে স্নান করাব।...

হতভাগা, অলপ্পেয়ে, অলুক্ষণে—কথার ঠিক নেই। ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্—"

———

# বার্ষিক পরীক্ষার আগে, মধ্যে ও পরে

( আগে )

পড়ার ঘরে

এই ত পরীক্ষা ঘনিয়ে এল ; কিছুই পড়া হয় নি। বাবাকে কত ক'রে বলেছিলাম একজন টিউটর রেখে দিতে। তা কিছুতেই রাজি হ'লেন না। কেন? আমার বেলায়ই বাবার যত হিসেব—আর ছোড়দির? এই ত সেদিনও বাবা একটা নূতন কাপড় কিনে এনে দিলেন। দাম বললেন—পনের টাকা! এই পনের টাকায় কি আমার স্কুলের একজন মাষ্টার মশায় আমাকে পড়াতে পারেন না?

আর মনও হয়েছে তেমনি ছাই! যা কিছু পড়ি পরক্ষণেই ভুলে যাই। কাল রাত্তিরে এত ক'রে ভূগোলের পড়াটা ঠিক করলাম, কিন্তু সকালে উঠে' বইটা হাতে নিয়ে দেখি একেবারে কিছুই মনে নেই। সব একেবারে হিজিবিজি।

কি করি? সেদিন বটা বলেছিল ওর মাষ্টার মশায় নাকি বলেছেন, ভোরে উঠে' ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে পড়া

আরম্ভ করলে পড়া খুব ভাল হয়। এই ত আজ ক'দিন ধ'রে ভোরে উঠে' মা কালীর মন্দিরে গিয়ে একবার ক'রে ধন্না দিচ্ছি—কৈ কিছুই ত হচ্ছে না! হে মা কালী, বাবা



হরি, সিদ্ধিদাতা গণেশ!—এবারকার মত পরীক্ষাটা উৎরে যেতে পারি, তবে আগামী বছর প্রথম থেকে ঠিকমত পড়ব। মাষ্টার মশায়দের আর কখনও ফাঁকি দেব না।

অ্যাঁ, মাষ্টার মশাই! তাই ত, কাল বৈকালে রাস্তায় পার্ব্বতী স্যারের সঙ্গে দেখা। তাঁকে নমস্কার দেই নি। সারলে রে সারলে। পার্ব্বতী স্যার নাকি আবার নেবে ইংরাজির কাগজ।—মনেও থাকে না। পঞ্চা সেদিন

বারবার ব'লে দিল—'দেখ, পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে—মাষ্টার মশায়দের দেখলেই নমস্কার করতে হয়।' তাই ত এমন ভুলটা হয়ে গেল। একে আমি টার্ম্মিনাল পরীক্ষায় ইংরাজিতে করেছি ফেল, তার উপর কাগজ পড়বে পার্ব্বতী স্যারের কাছে। নমস্কার দেই নি—নির্ঘাত ফেল।

তাই ত, এতক্ষণ যে কিছুই পড়ি নি!...আ... এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে...এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে...

বাবা আমাকে বলেছেন, পরীক্ষায় ভাল করতে পারলে আমাকে বিলেত পাঠাবেন। কি মজাটাই হবে! ছোড়দিটা আবার এখানে পড়ে। আমি ঠিকমত পড়ব। সব ঠিকমত মনে রাখব। ছোড়দির বিয়ে হয়ে যাবে...ওর বরকে আচ্ছা ক'রে কান মলতে হবে। ইস্, কাল কবির স্যারের কানমলাটা বড্ড বেশী লেগেছিল। পারি নি সামান্য একটু গ্রামার। তারই জন্য...ইস্, কানটা আজও লাল হয়ে আছে।

দূর ছাই, ইতিহাসটা একটুও ভাল লাগে না। তাই ত...জিওমেট্রিটা যে একেবারে কিছুই হয় নি। তাই পড়া যাক্।

এই যে খাতা;—পেন্সিল? পেন্সিল কোথায় গেল? ...এই ছোড়দি, ছোড়দি, মুখপুড়ি, গামলামুখী, গন্নাকাটা বুড়ী

তুমি কোন্ দলে ?

—তুই আমার পেন্সিল নিয়েছিস্ কেন ? আমার এখন এক মুহূর্ত্তও সময় নেই নষ্ট করার। হতভাগী সাড়াও যে দেয় না। যাই দেখি পেন্সিলটা নিয়ে আসি গে।

( মধ্যে )

পরীক্ষার হলে

এই ত মোটে প্রথম 'ওয়ার্নিং-বেল' দিল। আর একটু বইটা দেখি। ইস্, এই যে মুঘল-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ—এটা নিশ্চয়ই আসবে। স্যার বলেছিলেন, 'মোষ্ট ইম্পর্টেণ্ট, ভেরি ইম্পর্টেণ্ট।' এটা যা পড়েছি—একেবারে—। আর একবার ঝালাই ক'রে নিই। মা কালী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, হরি হরি—সব পরীক্ষাগুলো এক রকম মন্দ হয় নি। আজই শেষ। আর কখ্খনও ফাঁকি দেব না। ঐ যে স্যার—প্রশ্ন নিয়ে 'হলে' ঢুকে পড়লেন ! অ্যা, কি বলছেন—খাতা বই সব টেবিলে এখ্খুনি রেখে দিতে হবে ! কিছুই ত হ'ল না।—'দুর্গা, গণেশ, বিষ্ণু, শিব ব্রহ্মা, মা কালী ! হে মসজিদের আল্লা, গির্জ্জার যিশু !'

( প্রশ্ন হাতে ) একটা প্রশ্নও যে পারি না—কিছুই ত বুঝি না। হায় হায়, কি হবে ! সময় মোটে তিন ঘণ্টা। এই ত এই যে—"মুঘলদের পতনের কারণসমূহ লিখ।" কেল্লা মার দিয়া, এইবার আরম্ভ করতে হবে।

আগে নিবটা ঠিক ক'রে নিই। নাম, রোলনম্বর, সেক্সন লেখা হ'ল। এইবার খাতার উপরে আগে একটা কিছু লিখে নিই। কি লিখিব ?—কাল লিখেছিলাম, "God is good", পরশু লিখেছিলাম, "হরি হে তুমিই সত্য।" আজ ? আজ লিখি—"মা কালী, দেখব তুমি সত্য কিনা। সত্য হ'লে আমি পরীক্ষায় পাশ করব।"

এইসা কলম চালাব। বিভুদানবাবুর সাধ্যি থাকবে না আমায় ফেল করবেন।

( পরে )

ফল জানবার পূর্ব্বে

এই ত ইংরাজির প্রশ্ন। এই প্রশ্নটায় না হয় দশের মধ্যে আমাকে আট নম্বরই দিল। আচ্ছা যাক, ছয় দিল।...এটা ভাল হয়েছে, এটায় নিশ্চয়ই দশই পাব। তা হ'লে মোট কত দাঁড়াল ? পাঁচ আর ছয় হ'ল এগার আর চার পনের আর নয় চব্বিশ ; চব্বিশ আর আট বত্রিশ, বত্রিশ আর দশ···বিয়াল্লিশ। ঠিক পাশ।

যাই দেখি, প্রণব বলেছে আজ পার্ব্বতী স্যারের কাছে নম্বর জানতে যাবে। না, এই পরিষ্কার কাপড়টা প'রে যাব না, ঐ ময়লা কাপড়টা প'রে যাব। আর ঐ ছেঁড়া শার্টটা গায় দিয়ে যাব। মাষ্টার মশায়দের মন বড়

তুমি কোন্ দলে ?

দয়ালু। গরীব দেখলে, মলিন দেখলে, তাঁদের দয়া হবে বেশী। যদিই বা দুই-চারটা নম্বর টানও থাকে...একেবারে পায়ে প'ড়ে...

আবার শুনছি, হেডমাষ্টার নাকি নোটিশ দিয়েছেন—'যে পরীক্ষার নম্বর জানতে যাবে, তার মার্ক কাটা যাবে।' কি করি ? এক কাজ করা যাক, স্যারের বাড়ী গিয়ে এমনি আলাপ করব। স্যার নিশ্চয়ই আপনা থেকে আলাপ করবেন ! পাশ করলে তাঁর মুখে হাসিই দেখা যাবে। প্রণব বলল, ও নাকি পাশ করেছে। প্রণব পাশ করলে আমিও নিশ্চয় পাশ করব।

ইস্, বেলা যে ন'টা বাজে ! স্যার নিশ্চয়ই এতক্ষণে খাতা দেখে উঠে' খড়ম পায়ে দিয়ে, হুঁকোটি হাতে নিয়েছেন ! তা হ'লে এইবার যাই।

---

# ব্যাধি, বদ্যি, পথ্যি

## ব্যাধি

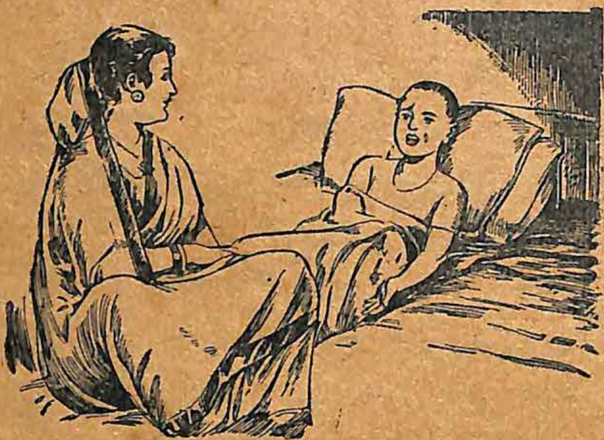
মাগো মা, তুমি কোথায় গেলে গো! আমার কাছে কেউ একটু থাকে না কেন? আমি কি ক'রে একা একা থাকি, কতক্ষণই বা থাকতে পারি? সন্ধ্যে হয়ে এল। পার্থ বোধ হয় এখনও মাঠ থেকে ফেরে নি।

ও, আজ তো ইংরাজি ষোল তারিখ—আজই তো আই. এফ.এর খেলা আরম্ভ। কত লোক যে খেলা দেখতে গেছে আর আমি একা এখানে পড়ে। মাগো! আমি আর পারি না গো!

এতক্ষণে বুঝি তোমার সময় হয়েছে? রাগ হয়েছে—হবে না? সকলেরই রাগ হয়—তোমারও হ'ত। আবার সেই 'লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে'—বুঝেছি, এখন বুঝি বার্লি খেতে হবে? না, আমি এখন আর একটুও বার্লি খাব না, খাব না,—কিছুতেই খাব না। মাত্র একটুখানি নুন, আর একটুখানি লেবুর রস—এ দিয়ে আবার কেউ এতখানি বার্লি খেতে পারে নাকি?

এত ক'রে বললাম একটুখানি রুটি টোষ্ট দিতে, নয় তো একটুখানি বিস্কুট, নয় তো একটু লজেঞ্জ বা চকোলেট—

তা কিছুই না। খালি খাও বার্লি, বার্লি, বার্লি ! ঘেন্না ধ'রে গেছে। বলবে, 'অসুখ হ'লে কি করবে?' অসুখ কি আর কারও হয় না? আমি বুঝি দেখি নি—সেবার জামাইবাবুর যখন আমাদের এখানে এসে জ্বর হ'ল, তুমি তখন কত ক'রে ডাক্তারবাবুকে ব'লে ক'য়ে—ফুলকো ফুলকো লুচি দেওয়ার বন্দোবস্ত করালে। আর আমার



বেলা বার্লি—বড় জোর এক টুকরা মিশ্রি ! না, আমি এবার একটা পয়সা না পেলে কিছুতেই খাব না।

পরে দেবে? তা তুমি কিছুতেই দেবে না। কি বললে? এবার মিশ্রি—বড় এক টুকরা দেবে? কই দেখাও দেখিন। মোটে এই টুকুন? দু'খানা এরারুট বিস্কুটও দেবে?

দাও আগে আমার হাতে দাও! না, মা, সত্যি বলছি আমি আগে খাব না—বার্লি খেয়েই খাব। বিশ্বাস হ'ল না—আচ্ছা তবে দাও—বার্লি খাচ্ছি···খেয়েছি তো, দাও এবার বিস্কুট।

মা, অসুখের সময় তুমি একটুক্ষণ আমার কাছে না থাকলেই ভাল লাগে না। সেবার মামাবাড়ী গিয়ে অসুখ হ'ল। তুমি তো আর ছিলে না। দিদিমা, মামীমা সর্ব্বদা আমার কাছে ব'সে আছেন, গায়ে হাত বুলোচ্ছেন—তবুও মা, তোমার মত যেন কেউ না! তোমার কথা কত ক'রে মনে পড়ল। না মা, আমি পাগল নই; সত্যি বলছি, তোমার মত এমন ক'রে কেউ গায়ে মাথায় হাত বুলোতে পারে না। যাদের মা নেই তাদের বড় কষ্ট, না মা? তাদের অসুখ হ'লে কেউ থাকে না, কেউ তাদের কাছে যায় না।

ঘুম আসবে কি ছাই! আজ চারদিন একটু সাঁতার কাটা নেই, একটু তেল মাথায় নেই। একটা কিন্তু বেশ মজা হয়েছে মা। ইতিহাসের মাষ্টার জগদীশবাবুর গুড়ুম গুড়ুম-এর হাত থেকে বেঁচে গেছি—আর পণ্ডিত মশায়ের 'অং' 'বং' —ঘোড়ার ডিম!

আচ্ছা মা, পরশু না তুমি আমায় বলেছিলে একদিন 'টকি' দেখাতে নিয়ে যাবে? সবাই যাবে? বেশ মজাই হবে।

তুমি কোন্ দলে ?

আর দেখ মা, অসুখ সেরে গেলে আমায় কিন্তু বড় বড় রসগোল্লা, সন্দেশ, নিমকি খাওয়াতে হবে। সব আমি একা একা খাব। ছোড়দিটা থাকবে হ্যাংলার মত তাকিয়ে—পার্থটা আমায় বলবে, 'দাদা আমায় একটু !' আমি কাউকে একটুও দেব না।

তুমি একটুখানি যাবে মা ? যাও। কিন্তু খুব শীগগির ফিরে এস। ছোড়দি থাকবে ? থাক—না মা, আমি ওর সাথে একটুও ঝগড়া করব না দেখো। হাঁ মা, আমি একেবারে লক্ষীটি হয়ে থাকব।...

ছোড়দি-ভাই, এসেছিস্ ! ঐ বাক্সটা নিয়ে আয়। আর ঐটা, না-না ঐযে সেল্ফের উপর আছে ওটা। হাঁ, এই নে সেদিন যে পেন্সিলটা তুই চেয়েছিলি। না, আমি রাগ তো করি নি। তোকে আমি ওটা এমনি দিয়ে দিলাম। জানিস্ ছোড়দি-ভাই, মা বলেছেন আমি ভাল হ'লে একদিন সবাই মিলে 'টকি' দেখতে যাব।

উঃ ! কি যন্ত্রণা—মাথাধরা—সমস্ত শরীরে ব্যথা। ছোড়দি-ভাই, আমি যদি এবার না বাঁচি ? কাঁদিস্ নি ছোড়দি। আমি সত্যি এরপর খুব ভাল হ'ব—কারও সঙ্গে ঝগড়া করব না। ঘুমাব ?—আচ্ছা ঘুমাই তা হ'লে এবার।

বস্তি

ডাক্তারবাবু, এই যে দেখুন আজ একটুও জ্বর নেই—কেমন ? জিভ এই যে। বুকে পিঠের বেদনা নেই তো কিছু আজ। তবে নড়তে গেলে যেন একটু তুর্ব্বলতা লাগে। পেট আবার কি দেখবেন ? পেটে কিছুই নেই।

উঃ, এত জোরে টিপে দিচ্ছেন কেন ? লিভার বড় হয়েছে ? আবার সেই আপনার নল—এই যে বুকের জামা তুলে নিয়েছি দেখুন।

ডাক্তারবাবু, কতদিন ধ'রে কিছুই খাই নি। আপনার কি একটুও কষ্ট হয় না ? আমি তাই চুপ ক'রে আছি—অন্য কেউ হ'লে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিত। কিন্তু আর পারি নে—পারি নে—

কাঁদছি ? কাঁদবই তো। আমাকে কেউ একটুও ভালবাসে না, কেউ দেখতে পারে না, কেবল বার্লি খেতে হয়।...

রুটি খেতে দেবেন ? তা এরকম তো রোজই আপনি রুটি দিয়ে যান—খাওয়ার বেলায় দেখি বার্লি !

সত্যি, সত্যি, রুটি দেবেন ?—এই আমি চোখের জল মুছে ফেলেছি। কিন্তু মা, তুমি শুনে রাখ ডাক্তারবাবু ব'লে যাচ্ছেন রুটি দিতে। ভাল দেখে তুটো বড় বড় ফারপো

তুমি কোন্ দলে ?

আনিও। হাঁ, হাঁ, ঠিক দুটোই খেতে পারব। কতদিন কিছু খাই নি। ডাক্তারবাবু হাসছেন! দেখবেন আমি ঠিক দুটোই খেয়ে ফেলব।

হাঁ ডাক্তারবাবু, আপনি খুব ভাল। পাঁচমিনিট আগে কখন আবার আপনাকে মন্দ বললাম ? ওঃ, সে তো বলেছি আমাকে কেউ ভালবাসে না। না, আপনি আমায় ভালবাসেন —আমাকে রুটি খেতে দিয়েছেন।

এখন যাবেন ? আচ্ছা কাল এসে দেখবেন আমি ঠিক ভাল হয়ে গেছি।

## পথ্যি

দেখ তো মা, পার্থটা কি রকম খুনসুটি আরম্ভ করেছে। বলে কি—'দশদিন জ্বরে ভুগে উঠেছে উদ্ধব পোদ্দার—কলাসেদ্ধ ভাত খেয়ে তুলেছে উদ্‌গার। আবার! আবার! মা! তুমি কি শোন না ও আমায় ক্ষেপাচ্ছে কেন ?

ভুগে ভুগে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। আমারই তো সব অপরাধ। ছোট ও—আমার পিছনে লাগে কেন ? তাই মা, তাই ভাল। আজ আমি ভাত খেয়ে নিই, গায়ে জোর ক'রে নিই—তারপর পার্থকে দেখে নেব! আমি হচ্ছি কর্ণ সেন, আমায় বলে কিনা উদ্ধব পোদ্দার। আচ্ছা, আমারও আজ গায় জোর হবে।

এতক্ষণেও বুঝি তোমার ভাত হ'ল না মা ? বাজার থেকে মাগুর মাছ এনেছে ? কাল এনে রাখতে পার নি ? এসেছে ?—বেশ।

মা, তা হ'লে আমি একটুখানি রান্নাঘরে গিয়ে বসি। আমি কিছু করব না—শুধু চুপ ক'রে বাবার খাওয়া একটুখানি দেখব। আমার মাছ হয়ে গেলে খেতে বসব। একটুখানি বসব।

আসি মা; তা হ'লে ?

---

# স্কুল-বোর্ডিংএ এবেলা-ওবেলা

## এবেলা

দুত্তোর ছাই—ভাল লাগে না রোজ রোজ এই এক ঘণ্টা। শেষ-রাত্রে ঘুম ভাঙ্গান। সুধীনবাবু যে কি! একটা দিনও কি মানুষ বিশ্রাম পেতে পারে না?

দারোয়ান বেটাই সয়তান—ও বেটার কলেরা হয় না কেন? কেন রে বাপু, একটা দিন ঘণ্টা না পিটলে কি হয়?

ঐ যে আবার দ্বিতীয় ঘণ্টাও প'ড়ে গেল। এখন আর না উঠলেই নয়।

সুপারি-ঠনঠনের আবার যা রাগ, হয়তো দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতেই আসবে।

ব্যস, এইবার টুথ-ব্রাসটি রেখে দিয়ে, চিরুনিখানা নিয়ে চুলটা একটু ঠিক ক'রে নেওয়া যাক।

ওঁ শ্রীসরস্বতীয়ায় নমঃ, ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ, ওঁ শ্রীদুর্গায় নমঃ, মা কালিকায় নমঃ, বিষ্ণু, বিষ্ণু, বিষ্ণু, ওঁ শ্রীহেডমাষ্টারায় নমঃ, সকল মাষ্টারায় নমঃ—এইবার আরম্ভ করা যাক পড়া।

অ্যা—জগদীশচন্দ্র বসু বাল্যকালে—অ্যা অ্যা এটা

আবার কিরে বাপু! তী—ক্ষ—ধী পুরুষ ছিলেন। অ্যা অ্যা তিনি ক্রীড়ায়ও যথেষ্ট আনন্দ পাইতেন।...

খেলেছিলাম কাল একখানা খেলা। বল্‌টা একটু বাঁ-দিক দিয়ে দিতে পারলেই একেবারে গোল ছিল অবধারিত।

অ্যা অ্যা জগদীশচন্দ্রের বাড়ী ছিল বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রামে।...

জানিস্, গদা, আমাদের বাড়ীও বিক্রমপুর। আমিও একদিন বিখ্যাত পুরুষ হ'ব। কি বললি—বোতল স্যার থাকতে নয়? সত্যি, বোতল স্যারটা যেন কি? কাল আমি ক্লাশে নূতন জুতো আর মিহি কাপড় প'রে গেছি তাই নিয়ে কি ঠাট্টা! জানিস্, বোতলটা ক্লাশে ঢুকে এমনি ক'রে পানটা চিবুতে চিবুতে তাড়কা রাক্ষসীর মত এসেই আরম্ভ করে...“ইউ বৈদ্য, বল দেখি অষ্টম উপপাদ্য।”...কি সর্ব্বনাশ! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসছেন যে!

তাই তো, তাই তো, খুব জোরসে পড়া আরম্ভ করা যাক। স্যার নিশ্চয়ই দেখতে পান নি।

অ্যা অ্যা সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের ফলে ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে; অ্যা অ্যা...

তুমি কোন্ দলে ?

রতিকান্ত বেটা এখনও বিস্কুট নিয়ে ফিরে আসছে না কেন ?...

চীন, জাপান, পূর্ব্ব উপদ্বীপ.......সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়ে।

রতিকান্তটা যে কি ! এত বেলায় খাবার খাওয়ায় লাভ কি ?



একি স্যার যে আমার দিকেই এসে পড়লেন ! হে জগদম্বা, শুভনিশুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, ঘটোৎকচ ! আজ আজ আমায় রক্ষে কর বাবা......

উঃ স্যার, কানে স্যার, বড্ড লাগে স্যার ! আর কখ্খনো এমন করব না স্যার ! আমি স্যার, কিছু

জানি না স্যার! রতিকান্ত স্যার আসে না কিনা, তাই স্যার, আমি স্যার মনে মনে খাবার স্যার খাচ্ছিলাম…

ওঃ বাঁচা গেল! এবার সত্যি সত্যি মন দিয়ে পড়া যাক! এই যে রতিকান্ত এসে গেছে।…এত বিলম্ব কেন হে রাজন! এদিকে যে মহাব্রহ্মদেব সুরু করেছেন গাজন। শীগ্‌গির দেও আমাকে দু'পয়সার বিস্কুট। হাঁ, হাঁ রোজ যা দেও তাই। এ কী—এত ছাতাপড়া কেন? বর্ষাকাল তাই। তোমার মাথা আর মুণ্ডু।

ঐ যে পিয়ন এসে গেছে।…পিয়ন, পিয়ন. আমার টাকা আছে? নেই। বাবাটা যে কি! কিছুই বোঝেন না, হাতে একটি মাত্র টাকা আছে। কি যে করি…

কিরে হরিপদ, আজ বুঝি তোর বাজার-ডিউটি ছিল? কি মাছ এনেছিস্? চুনো মাছ? তুই তো আনবিই? নিজে কিনা নিরামিষ খাস্, তাই মাছের সময় তোর হাত দিয়ে জল গলে না। পুঁটি মাছ এনেছিস্? যাত্রা পুঁটি— নিশ্চয়ই আজ হাফ-হলিডে হবে।

কবি কি গেয়েছেন জানিস্?—

"হে নবকিশলয় পুঁটি!
তোমা সম নাহিক দুটি।
তাই ভেতো বাঙ্গাল—
চিরদিন তোমার কাঙ্গাল।"

তুমি কোন্ দলে?

কোন্ কবি?—শ্রীল শ্রীযুক্ত অমিয় শর্ম্মা কবি। হাসছিস্ তোরা? হলামই বা আমি?

এবার আরম্ভ হ'ল টেকো স্যারের তৈলপর্ব্ব! দেখেছিস্ নাকের ঐ বিরাট গহ্বর দুটোয় কি পরিমাণ ঢুকাচ্ছে। আর ঐ যে নাভির গর্ত্তে—এবার আরম্ভ হবে ভুঁড়িসজ্জা!···কি বাবা সত্যপ্রকাশ, তুমিও যে একটি গ্লাস ভর্ত্তি নিয়ে চললে! আর মেসের চার্জ্জ দেওয়ার বেলা সবাই টেনে মরি। সাধে কি এ মাসে পনের টাকা দিতে হয়েছে! তোমার মত কয়েক খানা ভুরিশ্রবা থাকলেই বোর্ডিংএ একেবারে লালবাতি!···

দাও না ঠাকুর, আর একটু তরকারি দাও না। নেই? —ঐ যে অতগুলো রয়েছে! তোমরা খাবে?—অল্প একটু দাও না। ঐ যে ঐ মাছখানা আমায় দাও। না না, ওটা নয়···অ্যা ওয়ার্নিং-বেল প'ড়ে গেল! শীগ্‌গির···

যাক্, খাতাপত্র সব তো গুছানই আছে।

মা কালী, আজ যেন পড়া পারি—এক—, আজ যেন পড়া ব'লে "গুড" পাই—দুই—, আজ যেন অঙ্কের মাষ্টার আমাকে কিছু বলে না, তিন—। ঠিক তিনবার হয়েছে না? আচ্ছা, আর একবার নমস্কার ক'রে নিই।

ওবেলা

কি যে খাই আজ! চিড়া ভিজান তো আছেই—আর

ঐ যে মা আমসত্ত্ব দিয়েছিলেন তাই দিয়ে গুড় দিয়ে খাব। হতভাগা মোহিনীটার জ্বালায় খেতে পারলে হয়।

ঐ যে ওরা সবাই এসে পড়ল। নে ভাই—নে, যেটুকু আছে খা। সত্যি আর নেই—একটুও নেই। বিশ্বাস হচ্ছে না ?—বেশ তা হ'লে আমার সঙ্গে আর কথা বলিস্‌নে।

হাঁরে মনোরঞ্জন, আজ 'ঠন্-ঠন্' কোথায় গেল রে ? বাজারে ? ফিষ্ট হবে ? সত্যি ? চমৎকার, গ্র্যাণ্ড, এক্সসেলেণ্ট, নাইস্ ! আমি নাচিব নাচিব নাচিব হে। আমি ফিস্ট খাইব, আর নাচিব হে, নিশ্চয়ই নাচিব।—আমি-ই-ই। না ভাই, আজ বেশী ক'রে খেলতে হবে। উসুল করা চাই তো…

নাঃ, রাত্রিটা বড় কষ্টের। আজ আর খাওয়ার ঘণ্টাও দিচ্ছে না। চোখ যেন আর রাখা যায় না। সুপার এসে অমনি বলবেন, "মাছের টোপ গিলান হচ্ছে বুঝি ?" ঠাকুরটা যে কি করে এতক্ষণ, লক্ষ্মণটাও হয়েছে তেমনি।

ঐ যে বাঁশি বাজিল গো…ছুট্ ছুট্ ছুট্—চল গদা, সবার আগে বসতে পারলে পাওয়া যায় বেশী।

ঠাকুর, এদিক দিয়ে আরম্ভ কর।

শোন বৈদ্য, বোতল স্যার তো খুব তোড়জোড় ক'রে কটমটিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে পড়া জিজ্ঞেস করলেন, এমনি

তুমি কোন্ দলে ?

সময় আমি চিৎ হয়ে প'ড়ে মুখে গাঁজলা তুলে দিলাম। 'ফিট' 'ফিট' তাড়া প'ড়ে গেল। সমস্ত ক্লাশটাই পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল।...

জানি কল্যাণ, তোদের ক্লাশের কাণ্ড। অজিত, পরিমল তুলেছিল তাল। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সুজিৎ আর রমেশ। এমনি সময় ক্লাশে ঢুকলেন কারপেণ্টার স্যার। এক মুহূর্ত্তে সবাই সামলে নিলে। পারলে না শুধু পরিমলটা —খেলে কারপেণ্টার হাতের একখানা বিরাশি সিক্কা !



কি বাবা মনোরঞ্জন, কয় ঢিল ?

আঃ ঠাকুর, মাংসটা এখানে আর একটু দাও না। কি বাবা মনোরঞ্জন, কয় ঢিল ?—বুঝলে না ? কয়বার কাপড়ের বাঁধ ঢিলা করতে হয়েছে মাল ভর্ত্তির জন্য ?

ঠাকুর, টক নেই ?—মিষ্টি ?—মিষ্টি না হ'লে তো ফিষ্টিই হয় না।

দেখ ম্যানেজার, ফিষ্টের খরচার জন্য কালকে যেন আবার ফাষ্ট ( উপবাস ) করতে না হয়।

... ... ...

শোওয়ার ঘণ্টা প'ড়ে গেল। শীগ্‌গির, শীগ্‌গির বিছানাটা ঠিক ক'রে নিই।

ঐ যাঃ ! আলো নিভে গেল। 'অন্ধকারে মহাঘোরে কে বা কারে ভেঙ্গচাতে পারে'—মোহিনী, দেখতে পাচ্ছিস্ ?

এস নিদ্রা, মহানিদ্রা, সন্তাপহারিণী, ক্লেশ-নাশিনী...

---

# বিদায় ! বন্ধু কলকাতা ! বিদায় !

ভানু ওরফে দিলীপকুমারকে তোমরা চেন না ?

ঐ যে একেবারে নির্জ্জলা বালিগঞ্জ—ষোলআনা খাস সাদার্ণ অ্যাভিনিউ, সেখানে ছিল ওদের বাসা।

ওর কাকা জ্ঞানবাবু আমার বন্ধু। সেদিন ওদের বাড়ী বেড়াতে যাই। ওর কাকা বোধ হয় আগেই ভাইপোর নমুনা টের পেয়েছিলেন। তাই অতি সন্তর্পণে ভ্রাতুষ্পুত্রের অধ্যয়নাগারের দিকে গমন ক'রে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির।

ভ্রাতুষ্পুত্রটি তার এক মহাকাব্যের খসড়া করছে। জোর ক'রে চিঠিখানা ওর হাত থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

চিঠিখানার বিষয় হচ্ছে—'কলকাতা-বিলাপ'। তোমাদের জন্য এখানে একটা অনুলিপি দেওয়া হ'ল।

তুমি কোন্ দলে ?

ঢাকা,

১লা এপ্রিল, ১৯৪২

ভাই কলকাতা,

তোমার শোকে মুহ্যমান, ব্যথায় জর্জ্জরিত, সন্তপ্ত হয়ে তোমাকে এ পত্র দিচ্ছি।

বাবার আদেশ, মার ধমকানি, দাদার চোখ-রাঙ্গানি, বোনের উস্‌কানি খেয়ে আমাকে সকলের সাথে তল্পিতল্পা নিয়ে এ মফস্বল সহরে আসতে হয়েছে। তোমার সাম্‌নে নাকি ভারি বিপদ ! লোকে বলে, তোমার বুক নাকি চৌচির হয়ে ফেটে যাবে, ফিন্‌কি দিয়ে ছুটবে তোমার বুকের রক্তরূপ পাইপের জল, ভেঙ্গে যাবে তোমার সব সার্সির কাঁচ, মানুষ নাকি ঢুকবে গর্ত্তে,—আরো কত কি নাকি হবে !

সে বিপদের মুখে তুমি নাকি ভাই, অপ্রয়োজনীয় লোকদের রাখতে চাও না। কত বললাম সবাইকে যে আমি তোমার কাছে মোটেই অপ্রয়োজনীয় নই, আমাকে তুমি বড্ড ভালবাস—কিন্তু কে কার কথা শোনে ! আমাকে চ'লেই আসতে হ'ল।

কোথায় গেল সাধের ট্রাম, বাস্, আমার কলকাতা ! তাই ভাসি নয়নের জলে—চোখ হয়ে গেল রাঙ্গা।

শুনেছি প্রাচীনকালে রাজাদের ঘুম ভাঙ্গত বন্দীদের

স্তবগানে ; চারদিক মুখরিত হয়ে উঠত তাদের বন্দনা-গীতিতে। আমরা কলকাতাবাসীরা চারদিকের এই মুক্তিমন্ত্রের যুগে—মানবকে ছেড়ে দিয়ে কলকব্জাকে দাস ক'রে নিয়েছি। এ যান্ত্রিক যুগে যন্ত্ররাই—বিভিন্ন রাগিণীতে সুর তুলে ঘুম ভাঙ্গাত আমাদের। শুনতে পেতাম চারদিকে অপূর্ব্ব সুর, কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়দের পাইপের জল-নিষ্কাশনের শব্দ, রাস্তায় ফিরিওয়ালার রুটি-মাখন হাঁক—আর গঙ্গাযাত্রীর মুখে হরিনাম।

বিছানা আঁকড়ে প'ড়ে থাকতাম—মাঝে মাঝে বিরক্ত হ'তাম ; কিন্তু আজ মনে হয়—ছিলাম বড় ভাল। পার্কের চারদিকে বেড়ান, লেকের জলে সাঁতার, ডাইভিং,—কোথায় গেল সে সব !

তারপর মনে পড়ে চায়ের আসর, ফারপো মাখনের কথা। এখানে মাখন খেতে হয় রোজ গয়লার কাছে থেকে। কাকা বলেন, এই নাকি ভাল টাটকা জিনিস। কাকা এটা মোটেই বোঝেন না যে, এর টিকেট নেই যে উপহার পাওয়া যাবে ! মাখনের মধ্যে একটুও নোনতা স্বাদ নেই।

অধ্যয়ন-পর্ব্ব শুনবে ?

এখানে জুটেছেন আমার এক কাকা—স্কুলের মাষ্টার। ভারিক্কি মেজাজের—বেজায় কড়া। মা ছাড়া বাড়ীর সবাই

কি ভয় করে ! বাবা আবার এখানে আমাকে রেখেই ব'লে গেছেন—"প্রাইভেট মাষ্টার আর রাখা হবে না—কাকার কাছেই পড়তে হবে তোমার।"

অবস্থাটা যে কি পরিমাণ সঙ্গীন হয়ে উঠেছে সেটা তোমাকে ঠিক বুঝাতে পারব না, ভাই কলকাতা ! প্রাইভেট টিউটারের কাছে "মা ডাকচেন" ব'লে ভিতরে গিয়ে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দিয়ে আসা চলত। এখানে কিছু বলতে গেলেই—কাকা ডাক দেবেন—"বৌদি, তুমি ভানুকে ডেকেছ নাকি ?"

তারপর যদি একটা মারাত্মক ভুল কিছু ক'রে বসি ( মানুষের পক্ষে ভুল হওয়া স্বাভাবিক—মানুষ অভ্রান্ত নয়—এই তো বইতে পড়ি )—কাকা অমনি মাকে ডাক দেবেন—"বৌদি, শুনেছ তোমার ছেলের কাণ্ড !" আমি তখন বলি মনে মনে—"হে ধরিত্রি ! সীতার ন্যায় তুমিও আমাকে গ্রহণ কর।—যাক এসব ভূগোল—অঙ্ক শেষ হয়ে এক নিমিষে।" আর নয়তো ভাবি, হায় ! কাকার দল পৃথিবীতে জন্ম নেয় কেন ? কাকারা না থাকলে পৃথিবীটা কি সুখেরই না হ'ত !

কাকার হচ্ছে সব কাজে সময় বাঁধা—তাতেই বাড়ে আমার আরও ধাঁধা। যদি বলি—"কাকা, স্নানের সময় হয়েছে", কাকা বলবেন—"মোটে সাড়ে নয়টা, আরও আধঘণ্টা

বেশ পড়া চলবে।" ভয় হয়, উঠতে পারি না—উঠলেই কাকা দেবেন কানটি কসে ম'লে। ঘড়ির দিকে তাকাই, কাকার দিকে তাকাই, বাজে দশটা।

স্নানের সময়ও বাঁধা। কাকা বলেন, বেশী ডুবালে হবে জ্বর—তাতেই বাড়ে আমার ডর। দু'তিনটা ডুব দিয়ে উঠে পড়ি বুড়িগঙ্গার জলে।

কোনও রকমে ছুটি স্কুলের দিকে।

এখানকার মাষ্টার মশায়দের কথা কি আর বলব! এক একজনের হাতে বেত—নয় তো এক একখানা শ্যাম-চিমটি। কি যে সাতটা পিরিয়ড—কাটেই না! ছেলেগুলো আবার তেমনি হতচ্ছাড়া নচ্ছারের দল ; দেখলেই বলবে—

'আসুন ইভাকু, বসুন ইভাকু ;
এনে দিই, পান গুবাকু।'

অতিষ্ঠ হয়ে গেল প্রাণ।

একটু যা আনন্দ আছে একমাত্র খেলার মাঠটায়। সুধীনবাবু, ড্রইং মাষ্টার আনোয়ার সাহেব, ভালও বাসেন আমাদের সবাইকে খুব ; রোজই খেলেন আমাদের সঙ্গে। তাতেই সন্ধ্যাটা আসে যেন দ্রুত চলি।

রাত্তিরে আরম্ভ হয় কাকার কাছে তপস্যা। কাকা যতই পড়াতে চেষ্টা করেন—আমার চোখ ততই করে আমায়

ছলনা। সর্ষে তৈল, পিপারমেণ্ট, কিছুতেই কুলোয় না—আমি ব'সে ব'সে টোপ গিলতে থাকি।

আমার এ শোকের কাহিনী তুমিও হয়তো বুঝবে না—জানবে না আমার প্রাণে কী মর্ম্মন্তুদ আঘাত পেয়ে আজ এই অশ্রু-নির্ঝর বেরিয়ে আসছে, অথচ এখনও তুমি তেমনই হাসছ !........

চিঠিখানা শ্রীমান্ যে আর শেষ করতে পারে নি একথা বলাই বাহুল্য।

এর পরের ইতিতহাস আরও করুণ !

কাকা অতি নিদারুণরূপে শ্রীমানের কর্ণদ্বয়ে তাঁর হস্তবল পরীক্ষা করলেন এবং ছন্দ ক'রেও বললেন—

"উঠ বৎস, কর তব শোক পরিহার ;
বীরশোক অশ্রু নহে, কলমের ধার !"

তোমরা কেউ ভানুর ব্যথায় সমব্যথী আছ কি ?

—শেষ—